মহাজীবন

ডাঃ লুৎফর রহমান

মহাজীবন

ডাক্তার লুৎফর রহমান

আহমদ পাবলিশিং হাউস ঃ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা—১

প্রথম মুদ্রণ ঃ
নভেম্বর ১৯৭৫
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ
ডিসেম্বর ১৯৮২ [পৌষ ১৩৮৯]

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
হাবিবুর রহমান

মূল্য ঃ এগার টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ
মেছবাহ উদ্দীন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭, জিন্দাবাহার ১ম লেন
ঢাকা—১

www.pathagar.com

মহাজীবন

মহাজীবন অথবা মহৎ জীবন আমরা সে-জীবনকেই বলি যে-জীবন ন্যায়ানুসরণকে কাম্য ক'রে শুভ এবং কল্যাণ কর্মে উৎসর্গীকৃত। বর্তমান পৃথিবীতে সংকীর্ণবুদ্ধির কারণে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিবাদ এবং কলহ-কোন্দল সর্বত্রই লক্ষ্য করি। জীর্ণ এবং মলিন মানসিকতা আমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, আমরা অসম্ভব অসদ্ভাবের মধ্যে বাস করেও সান্ত্বনা পেতে চাই এবং জীবনকে কোনওক্রমে প্রবাহিত রাখি। ডাক্তার লুৎফর রহমান এহেন জীবনকে মিথ্যা জীবন বলেছেন। তাঁর বিবেচনায় সত্যানুব্রতী জীবনই একমাত্র আদর্শ জীবন। মহানুভবতা, পরিশ্রম, সততা মানুষকে উন্নত করে এবং সে উন্নত জীবনই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

ডাক্তার লুৎফর রহমানের 'উন্নত', 'মহৎ' এবং 'উচ্চ' জীবন-মূলক রচনার ধারাক্রমের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মহৎ কর্মের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের জন্য একটি সান্ত্বনার জগৎ নির্মাণ করতে পারি, লুৎফর রহমানের এটাই মূল প্রতিপাদ্য।

চট্টগ্রাম
৫-৯-৭৫

সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহামানুষ ··· মহামানুষ কোথায় ?

শুভ্র সুন্দর গৌরবের কিরণমালায় যেখানে পৃথিবী হাসিয়া ওঠে সেখানেই মানুষ জাগে—অগৌরবের অন্ধকারে মানুষ নেই।

বজ্র-বিদ্যুতে যেখানে পৃথিবী শঙ্কিত হয়ে ওঠে সেখানেই মানুষ জাগে—মৌন প্রকৃতির শান্ত মৃত্যুতে মানুষ নেই।

অশ্রু, ক্রন্দন, বেদনার ভিতর দিয়ে মানুষের জাগরণ। সে চঞ্চল বিদ্যুত, সাগরের তরঙ্গলীলা, যুগ যুগের ক্রন্দন সে, সে স্থির মৌন নয়। মানুষ মৃত্যুর নীরবতা নয়। শান্ত নয়—সে উল্কা, উচ্ছ্বসিত আবেগ। মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কোথায় ? কেঁদে যখন সে বসে পড়ল, লজ্জায় অনুতাপে যখন সে অশ্রু ফেলল, ক্রোধ বহ্নিতে যখন সে ক্ষিপ্ত সিংহের রোষে যাত্রা করল, যখন সে প্রিয়তমের জন্য কাঁদল, সন্তান শোকে যখন সে হাহাকার করে উঠল, যখন সে দুর্জয় জলপ্রপাতের মত দিগ্বিজয়ে বের হল; শান্তির নীরবতার মধ্যে মানুষকে খুঁজে বের করা কঠিন। মেঘভরা আকাশের উৎসবে মানবচিত্ত নৃত্য করে উঠেছে, বাতাসের সকরুণ সঙ্গীতে চিত্তে তার ব্যথা বেজেছে। মানবাত্মার অগৌরব দেখে সে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। মানুষের ব্যথায় যে ঘর ছেড়ে বের হয়েছে, জীবনের সর্বসুখ বর্জন করে যে ধুলোর আসন গ্রহণ করেছে,

www.pathagar.com

যে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করেছে, লাঞ্ছনা সয়েছে, গর্বিতের পদাঘাত সয়ে যে আশীর্বাদ করেছে, ব্যথিতের মর্মবেদনায় তার আঁখিতে ধারা বয়েছে—ওহঃ মানুষ কত বড় !

সহজ নির্বিকার জীবনে মানুষকে পাওয়া যায় না। স্বার্থ সংগ্রামে যখন সে পশুর হীনতায় পথে পথে ঘুরেছে, মানুষকে ব্যথা দিয়েছে, আত্মার চরম অগৌরব করেছে ; তখন আমি ঘৃণায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছি।

তোমায় মৃত অনুভূতিহীন উপাসনায় রত দেখে আমি সুখী হইনি। পাপঅগৌরবের লজ্জায় যখন তুমি অনুতাপের অশ্রু ফেলেছ তখন আমি তোমায় সম্মান করেছি—এখানেই তুমি জাগ্রত, সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ।

তোমায় তীর্থযাত্রীর বেশে দেখে আমার নয়নে ভক্তিপূর্ণ অশ্রু দেখা দেয় নি। হৃৎপিণ্ডের রক্ত দিয়ে যখন তুমি ধরণী রাঙিয়েছ, তখন আমার হৃদয় গলে জল হয়েছে, সভয়ে শ্রদ্ধায় করজোড়ে আমি তোমার শোণিত-বিন্দু পূজা করেছি।

বাঁশী কেঁদে উঠে তোমার হৃদয়ের মহাগান আমায় শুনিয়েছে ; তোমার স্বরূপ আমায় জানিয়েছে। বজ্র-ধ্বনিতে তোমার মহিমা আমি অনুভব করেছি—তোমার প্রেম-বিহ্বল, বেদনা-কাতর মূর্তিকে জীবিত দেবতা জ্ঞানে আমি পূজা করেছি। সহজ মৃতের জীবনে তোমায় পাইনি।

সহজ জীবনে তোমার প্রকাশ হয়নি। তুমি ঘৃণিত ছোট হীন ও নীচাশয় ; ক্ষণে ক্ষণে যে উল্কার আলোক বিদ্যুতের চির-চঞ্চল রুদ্র মধুর সৌন্দর্য্য, প্রেমের ক্রন্দন তোমার মধ্যে দেখা দিয়েছে—সেখানেই তুমি জেগেছ।

* * * *

www.pathagar.com

মানব ভাগ্যে এক সান্ত্বনার জগৎ আছে। মানুষের অপরিণাম দুঃখ, তার শত বেদনার অভিযোগ একদিন সান্ত্বনা লাভ করবে। এই যে বিশ্বজোড়া কলহ-বিবাদ, রক্তারক্তি, কাটাকাটি, হানাহানি—এর শেষ এক চির অশান্তি ও জ্বালাভরা ভবিষ্যতে, কোন উন্নত মহাজীবনে ওর আনন্দময় পরিসমাপ্তি হবে না; যেখানে এক অনির্বচনীয় মহাশান্তি মানবাত্মাকে পরম সুখ দান করবে, মানুষের কত আশা, কত বেদনা অমীমাংসিত রয়ে গেল। কত নির্যাতিত আত্মার বেদনা-ঘন অশ্রু বায়ুমণ্ডলকে সন্তপ্ত করে দিয়ে চির-বিদায় গ্রহণ করেছে—তার কি কোন সান্ত্বনা নেই? জাতের গর্বকে মর্যাদা দিতে, মানুষের ঔদ্ধত্যকে শাস্তি দিতে কত অবহেলিত বীর অগ্নিসমুদ্রে রক্তের বুকে প্রাণ দিয়েছে—কোথায় তারা? কোন্ অনন্ত মহাশূন্যসাগরে মিশে গেছে তারা? তাদের বুকে কি কোনদিন কোন্ সান্ত্বনার হাত পড়বে না? আর যারা জগতে এই দুঃখ সৃষ্টি করেছে তাদের কি কোন বিচার হবে না? হবে হবে, নিশ্চয়ই হবে।

পীড়িন, ব্যথা-কাতর মানুষ দিবারাত্র হায় হায় করে একদিন শেষযাত্রা করে। সংসার সুখ বঞ্চিত কত দুঃখী একদিন মৃত্যুর কবলে চির আশ্রয় পেলেন। তাদের জীবনে কি কোনই পুরস্কার নেই?

এই পৃথিবীতে মানুষের ভাগ্যে যেমন অনন্ত দুঃখ, তেমনি অনন্ত ঐশ্বর্য্য সম্পদও জুটে থাকে। শত ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বে, নিঃস্ব দুর্বল এবং জগতের কাঙ্গাল ভিক্ষুক হয়ে কত নরনারী পৃথিবীর সর্বত্র পথে পথে কেঁদে মরছে। শক্তিহীন, দুর্বল তারা, অযোগ্য তারা, শুধু জগতে হায় হায় করতেই এসেছিল। এতটুকু বাঁচবার অধিকার যেন তাদের

www.pathagar.com

নেই। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে জগতের ফেলে-দেওয়া অন্নের আকাঙ্ক্ষা করা, জীর্ণ মলিন বস্ত্রকে মূল্যবান রেশমী বস্ত্র ভাবা—কুকুরের ন্যায় ধনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকাই এদের জীবনের গৌরব বাসনা। —হায়! মানব জীবনের এই দুর্গতি ও অপমান! জীবনের উন্নত ও উচ্চতম চিন্তা এদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না—কোন আশার আলোক এদের জীবনকে ক্ষণিকের জন্য উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত করে না। বেঁচে থাকাই এদের জীবনে মস্ত বড় সমস্যার বিষয়। বেশিদিনের কথা নয়—মানব সমাজ কিছুকাল আগে এদেরকে গরু-ঘোড়ার মত বিক্রী করতো। মানব জীবনের কোন মর্যাদা মানুষের কাছে ছিল না। আজ যে স্বাধীন, সৌভাগ্যের সন্তান—কাল হয়ত সে কোন যুদ্ধে বন্দী হয়ে ধনীগৃহের ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হতো। আজ যে নারী ভাগ্যবতী—বহু গুণী এবং ধনী সন্তানের মাতা, যিনি পরম সুখে সংসারে বাস করছেন—কালই হয়ত গুরুতর ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি মানুষের ক্রীতদাসী, এবং সর্বসুখ, জীবনের সব আনন্দ হতে বঞ্চিত, ভাবহীন, চিন্তাহীন, বেদনা অনুভূতিহীন কাঠের মানুষ তাকে হ'তে হতো। যে সম্পদশালী, যে চিরসুখী—সে কি দুঃখীর বেদনা বুঝতে পারে? যে অনাহারে থাকেনি, সে কি ক্ষুধিত গরীবের দুঃখ অনুভব করতে পারে? যারা সুখী, অভাব-বিমুক্ত, তাদের কাছে এই পৃথিবী এক হাসি-তামাসার বিষয়—তাই দুঃখীর ভগবান—আল্লাহ্ বল্লেন, তোমরা আমার নামে রোজা থাক—যে রমজান মাসে উপবাস করে, সে আমার প্রিয় দাস। কারণ দুঃখীর দুঃখ বোঝবার জন্য মুহূর্তে মুহূর্তে আল্লার সর্বগুণ যুক্ত অস্তিত্ব বুকে অনুভব করবার জন্য সে দিবসে অন্ন-পানি কিছুই গ্রহণ

www.pathagar.com

করে না। সারাদিন উপবাস করেও যদি মানুষ দরিদ্রের বেদনা না বোঝে, তবে সে আর কি উপবাস করে! ধিক তাকে!

* * * *

যে দরিদ্রকে কৌশলে ফেলে তার কাছ থেকে অর্থ কেড়ে নেয়, যে ডাক্তার হাসপাতালের গরীব রোগীর কাছ থেকে টাকা না পেলে তাকে ভাল করে চিকিৎসা করে না, যে উকিল বা আমলা বিচার-প্রার্থী মানুষের অর্থ ছলনা করে গ্রাস করে, যে নিত্য মানুষের অমঙ্গল ইচ্ছা করে, যে স্বার্থের জন্য মানুষকে নমস্কার করে, যে আপনার ক্ষমতার দাবীতে দরিদ্রের নমস্কার কামনা করে, ধিক তাকে! আমি বলি তার কোন ধর্ম নেই। সে দাড়ি ফেলুক আর না-ই ফেলুক, তাতে কি আসে যায়! সে বাঙ্গালী বা আরবী নাম রাখুক তাতেই বা কি আসে যায়! তার কোন ধর্ম নেই। তার কোন ঈশ্বর নেই। তার রোজা-নামাজ দেখে আমি ভুলি না, তার পূজা-অর্চনা, তার বর্বর যুগের ধর্মশালা দেখে আমি সুখী হই না।

মানুষ নিজেকে কতটুকু ঈশ্বরের করতে পেরেছে— প্রতিদিনকার জীবনে, মানুষের সঙ্গে প্রতি কাজে ও ব্যবহারে ঈশ্বরের কতটুকু ইচ্ছা সে পালন করতে পেরেছে—আমি তাই জানতে চাই।

তোমরা কাফের আর কাফেরের মুখ দেখেছ কি? তোমরা মানুষের চোখে মুখে তার প্রাণের ছবি দেখেছ কি? আমি দেখেছি। ওঃ সেই দুরাত্মার, দানবের সৃষ্টি আমার বুকে ঘৃণার আগুন জ্বেলেছে —আমি নিত্য প্রভাতে তার ধ্বংস কামনা করেছি। সেই চির আবুজেহেল কোন্ দাবীতে জগতে বেঁচে আছে?

সেই দুর্বৃত্তের জীবনে সত্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। সেই

www.pathagar.com

দুর্বৃত্ত কাফেরের স্পর্শিত পানি খেলেই মানুষের জাত যায়। সে মানুষের পাকঘরে উপস্থিত হলে গৃহস্থের সমস্ত খাদ্য নষ্ট হয়।

সেই কাফের মিথ্যা কথা বলতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। তার চোখে দানবের ভীষণতা সদাই লেগে থাকে। তার দাড়িভরা মুখে পিশাচের কলঙ্ক কালিমা সদাই প্রতিভাত হতে থাকে।

সেই শয়তানের বুকে কখনও অনুতাপ জাগে না। পাষাণ গলে, তার হৃদয় গলে না। আল্লাহর মন্দিরে প্রবেশ করলে আল্লাহর ঘর তাকে দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে।

www.pathagar.com

মহিমান্বিত জীবন

এই বিশ্বের যারা কল্যাণ কামনা করে, ঈশ্বরের রাজ্য ও মহিমা বিস্তারের জন্যে নিজের যাবতীয় শক্তি, অর্থ ও জ্ঞান উৎসর্গ করে—তাদেরই জীবন মহিমান্বিত। জেলখানায় দেখতে পাই, অপরাধী দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষ কত হিংসা পোষণ করে। মধ্যযুগে ইউরোপে কয়েদীদের ওপর যে ভীষণ অত্যাচার হতো, তা চিন্তা করতে আমরা ভয় পাই। যে খ্রীষ্টান জগতে প্রেমের ধর্ম প্রচার করে, তাদের ভিতর মানুষের প্রতি মানুষের এই নির্মম ব্যবহার নিতান্তই আশ্চর্য বলে মনে হয়।

মানুষ কি এখনও বোঝেনি, মানুষের ধর্ম কি? মানুষের ঈশ্বর মানুষের কাছে কি চান? স্বার্থান্ধের স্বার্থ-বাসনা জড়িত উপাসনা ও তোষামোদে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। মানব সংসারের কল্যাণ কামনা ত্যাগ করে যারা নিরন্তর ঈশ্বর উপাসনায় ব্যস্ত থাকে, তারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। হৃদয়কে প্রেমউদ্বুদ্ধ করবার জন্যেই, আত্মার মহাজ্ঞানের আশীর্বাদ লাভ করবার জন্যেই মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করবে। উপাসনার আর কোন বড় সার্থকতা নেই। জগতে জীবনের উন্নততর, মহিমান্বিত প্রেমের ব্যবহার ত্যাগ করে নিরন্তর উপাসনার কোন মূল্য নেই।

মানুষের প্রতি হিংসা বর্জন কর। মানুষকে ঈশ্বরের পথে, মঙ্গল ও কল্যাণের পথে, সুখ ও শান্তির জীবনে আহ্বান কর। গয়ের বল, অর্থসম্পদ, উচ্চ রাজপদের গর্ব ত্যাগ কর। তুমি কি জান না, ঈশ্বরের শাস্তি মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে দুর্বল ও শক্তিহীন করতে পারে?

www.pathagar.com

জীবনে সুখ-সম্পদে, বলে-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষা তুমি কর?—যদি তোমার চিন্তায় মনুষ্য সমাজ, এই পৃথিবীর মঙ্গল, তোমার গ্রাম ও সমাজের মঙ্গল, তোমার প্রতিবেশী ও আত্মিয়-স্বজনের মঙ্গল না উদয় হয়—জীবনে তোমার গৌরব প্রতিষ্ঠার কোন মূল্য নেই। তুমি কি পশুদের রাজা সিংহের প্রতাপ লাভ করতে চাও? তুমি কি উচ্চস্তরের পশু হতে চাও?

না—না—ঈশ্বর তোমার কাছে সে আশা করেন না। তিনি গভীর রাতে, পীড়িতের আর্তকণ্ঠে তোমাকে ডেকেছেন পৃথিবীর সেবায়, ব্যাধিগ্রস্ত পীড়িত মৃতকল্প মানব সেবার কার্যে, পাপী, পতিত, দুঃখী নরনারীর উদ্ধারের জন্য।

জীবনের দান পেয়েছ কি জন্য? এর সার্থকতা কি? ঈশ্বরে তুমি মহিমান্বিত হও। ঈশ্বরকে বর্জন করে, সুখ-লালিত বিরাট বপুতে, সমুদ্র গভীর রত্নভাণ্ডারে, চামচিকার অট্টালিকা বাসে, কুকুরের তৃপ্তিতে তুমি আত্মতৃপ্তি অনুসন্ধান করছো? মানুষের জীবনে ওতে তৃপ্তি নেই। মানুষ ঈশ্বরের অংশ—যে বেদনা ও অশ্রুর সৃষ্টি, সে দেবতা। সে পশু নয়, রক্তপিপাসু সিংহ নয়, জীবনহীন রত্নময় সমুদ্রগর্ভ নয়, তুচ্ছ চামচিকাও নয়, নিকৃষ্ট কুকুরও নয়। তার প্রার্থনা অতি মহান—সে তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে—ওগো মহারাজ! মানুষের জন্যে আমায় কাঁদতে দাও। মানবকল্যাণ আমায় চিন্তা করতে দাও। বিশ্বের পাপ ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমায় যুদ্ধ করতে দাও। তোমার রাজ্যে যেন অসত্য ও মিথ্যা জয়যুক্ত না হয়। যারা জগতে অশ্রু সৃষ্টি করে, যারা জগতে অন্ধকারের সম্বর্ধনা করে, যারা সত্যের অপমানে লজ্জিত হয় না, তাদেরকে তুমি লজ্জিত কর। প্রভু আমার জাতিকে কাঙ্গাল করিও

www.pathagar.com

না, আমাদেরকে নিষ্ঠুর ও অপ্রেমিক করিও না। আমাদেরকে পশু করিও না, তোমার বর্ণ ও গন্ধে আমাদের জীবন মহিমান্বিত কর। অত্যাচারীর বজ্রমুষ্টিতে, অবিচারের নির্মম দণ্ডে, উদ্ধতের নির্লজ্জ দাম্ভিকতায়, মানুষের অবহেলায় যারা দগ্ধ হয়েছে, যারা অকালে শুকিয়ে গেছে তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ কর। প্রভু! তুমি চিরকাল আছ, তোমার ধর্মও চিরকাল আছে। মানুষ যে নামেই তাকে অভিহিত করুক। তোমার ধর্ম কি? তা মানুষ না বুঝুক, আমি বুঝেছি। তুমি পাপ, মিথ্যা অন্ধকার নও। তুমি আনন্দ, শান্তি, সত্যময়, নির্মল নিষ্পাপ সত্তা। তুমি মানুষকে তার স্বরচিত অসীম দুঃখ হতে রক্ষা করতে চাও। তোমার রাজ্যে দুঃখ নেই, তাপ নেই, জ্বালা নেই, কুৎসিত নেই। তুমি মানব সন্তানকে প্রেমের আহ্বান জানিয়েছ। মানুষ তোমার কাছে না এসে অনন্ত দুঃখ ও জ্বালার পথে ছুটেছে। মানুষের দুর্গতিতে, হে প্রভু, তুমি পৃথিবীর পথে পথে কেঁদেছ—আকাশের বারিধারায় তোমার হৃদয়ে বেদনা উছলে উঠেছে। সারা রাতের শিশির-পাতে তোমার বেদনা অশ্রু ঝরেছে। হায়! বাঁশী বেজেছে তোমারই প্রেম ও মমতার গান গেয়ে। ওগো জননী! নরনারী যখন তোমাকে ভুলে বিপথে ছুটে চলল, যখন মানুষ তোমার মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝা-ব্যাকুল সমুদ্রতরঙ্গের ভৈরব শাসন-গর্জনকে উপেক্ষা করে পাপ করল, হায় হায় দুঃখে তখন তুমি কাঁদলে। সে কাঁদন অনন্ত কালেও শেষ হবে না। ওরে মানুষ, ওরে অবোধ, প্রভুর ভুবনভোলানো প্রেমের আহ্বান আসছে চিত্তে। জাগ, ওরে মন জাগ। ডাক এসেছে বিলম্ব করো না। শয়তানের ছলনায় পড়ে পথহারা হোয়ো না। প্রভুর পথ ভুলো না। ধন্য সেই, যে তোমাতে

www.pathagar.com

মহিমান্বিত হয়। ধন্য সেই—যে তোমার গৌরবে গৌরব বোধ করে, যে দিবাকর প্রতি কাজে তোমার গৌরব রক্ষা করে, তোমার ইচ্ছা পালন করে, যে মানুষকে কোন রকমে তুচ্ছ ও বড় ব্যবহারে বেদনা দেয় না, যে আপনাকে তোমার পথে নিষ্পাপ রাখে, যে মানব জীবনের অগৌরবকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে, যে তোমার পতাকা ধারণ করে, যে তোমাতে মহৎ ও মহিমান্বিত।

কোন্ পাগল তোমাকে বর্জন করিয়া নিজের বলে অর্থ ও জগতের প্রতাপে জীবনে মহিমার অন্বেষণ করিতেছে?

যে মাথা তোমার কাছে নত করেছি, তা যেন মিথ্যা ও অন্যায়ের কাছে নত না হয়। আমার রক্ত-মাংসের মাথা নয়, আমার মাংসের শরীর নয়, আমার হৃদয় তোমাকে দিয়েছি। যে হৃদয় তোমার আসন হল, তাতে শয়তান কি প্রকারে কর্তৃত্ব করবে? অসত্য, অন্ধকার ও অন্যায়ের সাথে মুসলমানের চিরজীবনের যুদ্ধ। আমি কি তোমাকে ভুলে জীবিকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করব? শয়তানী ও নিষিদ্ধ (হারামী) পথের পথিক হব? তবে আর কি নামাজ পড়লাম? জীবন ভরেই কি তোমার সাথে আমার প্রতারণা চলবে? আমার ভূমিষ্ঠ হবার কালে যে মহাগান তোমার ভক্তেরা আমায় শুনিয়েছে—সেই মহা "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি (আল্লাই শ্রেষ্ঠ সত্য ও ন্যায়ই শ্রেষ্ঠ) আমি ভুলিনি। আমি তোমাকে জীবন ভরে সেজদা করলাম। যেন জীবনে, প্রতিদিনকার জীবনে, কার্যক্ষেত্রে মানুষের সাথে ব্যবহারে শয়তানের কাছে মাথা নত না করি।

হায়, পৃথিবীতে কত মানুষ পথহারা হয়েছে। তাদের উদ্ধারের জন্য আমি কি করেছি? তোমার সমাচার আমি কারো কাছে বহন

www.pathagar.com

করিনি—ব্যর্থ আমার জীবন। শুধু নিজের মুক্তির জন্যই কেঁদেছি। কত পৌত্তলিক, কত পাপী, কত মানুষ মহাপাপে বিনাশের পথে চলেছে, তাদের জন্য আমি কিছুই করলাম না। শুধু আত্মসুখেই তৃপ্ত রইলাম, শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যই ব্যস্ত রইলাম। প্রভু, আমাকে জ্ঞান দাও, শক্তি দাও, স্বাস্থ্য দাও, যৌবন দাও, রূপ দাও, ঐশ্বর্য্য দাও, যেন তোমার পথে যুদ্ধ করবার যোগ্য হই। আমাকে সিংহের বিক্রম দাও, যেন তোমার শত্রু যারা, তাদের হৃদয়ের রক্ত পান করতে পারি। আমায় ঘৃণা দাও, যেন অধর্মচারী দুর্বৃত্তদেরকে আন্তরিক ঘৃণা করতে পারি, আমায় লজ্জা দাও, যেন পাপের পথে লজ্জা বোধ করি, আমার আত্মমর্যাদা জ্ঞান দাও, যেন কোনরূপে জীবনের অগৌরব না করি, আমায় সংযম দাও, যেন লোভে পড়ে পাপের পথে না হাঁটি। মিথ্যা সেবার জন্য কোমরে সোনা ও রূপা ধারণ করে আমি অপেক্ষায় দাঁড়াব না, স্বাধীন কৃষক হয়ে আমি বৈধ অন্ন খাব, পর্ণকুটীরে বাস করব, নিজ হস্তে বস্ত্র বয়ন করব, তথাপি চাকচিক্যময় পাপেভরা জীবনে মিথ্যা পদলেহন করব না। আমার ও আমার মুসলিম ভ্রাতার প্রাণে প্রেম দাও, যেন আমরা পরস্পরকে রোগে, শোকে, দুঃখে, বেদনায়, অভাবে, দৈন্যে প্রেম ও সেবা করতে পারি। আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য দাও, মুসলমানকে হতভাগ্য গরীব করো না, যেন দরিদ্র ভ্রাতার সেবার জন্য প্রচুর দান করতে পারি। ধিক, ধিক সেই জীবনে, যে জীবন তোমার গৌরব আকাঙ্ক্ষা করে না, যে জীবনের একটি দিনও তোমাকে বর্জন করিয়া চলে। তোমাকে ভুলিয়া থাকে। অত্যাচারীকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা কর, যেখানে মিথ্যা ও অত্যাচার সম্মানিত হয়, ওরে অবোধ উপাসকের দল, তোমরা কি জান, সেখানে তোমাদের নামাজ সিদ্ধ

www.pathagar.com

হয় না। বন্ধুদের সাথে মিশে সারাদিন হেসে-খেলে সারাটা দিনই চলে গেল, একটিবারও প্রভুর কথা তোমার মনে হল না। নিজের ক্ষমতারই বড়াই তোমার মনে খুব বেশী। যে মানুষের জীবন, যে জাতির জীবন ঈশ্বরবর্জিত, তারা জগতে কোন্ কাজ করতে সক্ষম? তারা জগতে কখনও শক্তির উত্তরাধিকারী হবে না, কখনও তারা মহিমান্বিত হবে না।

জীবনে ঈশ্বরের বশ্যতা চাই—ঈশ্বরের বশ্যতার অর্থ সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানের বশ্যতা। যা কিছু মধুর, সুন্দর ও মঙ্গল তারই বশ্যতার নাম ঈশ্বরের বশ্যতা। এজন্য আলখেল্লা ধারণ করবার দরকার নেই। তিলক কেটে সন্ন্যাসী সাজবারও প্রয়োজন নেই। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ানো মুসলমান ধর্মের আদর্শ নয়।

"সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।"

এই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ।

মহিমান্বিত জীবনের আদর্শ কি—তার নমুনা দুই-একটি মাত্র এখানে দিচ্ছি। মানুষ নিজ থেকেই বোঝতে পারে অমানুষের স্বরূপ কি, জীবনে অপবিত্রতা কি, কদর্য জীবন কি? জেনেশুনেও মানুষ জীবনে মন্দ হয়। হয়ত সমস্ত সমাজের মন অপবিত্র ও পতিত, তাই মানুষ কদর্য জীবন বরণ করতে লজ্জাবোধ করে না। ঈশ্বরের কাছে কিন্তু মানুষের পাপ সমানভাবে সমাজকে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। কারণ মানুষ তাদের পাপের জন্য শুধু নিজেই দায়ী নয়। বেশ্যাকে যদি মানব সমাজ না চাইত, তবে কি নারী এই মহাপাপের পথে হাঁটত? নারী দেখে এই পথে ধিক্কার নেই, অভাব নেই, দৈন্য নেই, লজ্জা নেই, মানুষ তাকে এইভাবে চায়।

www.pathagar.com

তাহলে তার আর একার দোষ কি? বেশ্যা-জীবনের লজ্জা তাকে অন্তর্জ্বালা দেবে কেন? সে তো বেশ থাকে!

এক আমলা দরিদ্রের সন্তান—তার একবিঘা জমি বলতে ছিল না। সে চাকরী পেয়ে জীবনে কঠিন পাপ ও অন্যায়ের সেবা করে বড় মানুষ হয়েছে। সেজন্য মানুষ তাকে প্রশংসাই করে, তার বুদ্ধির প্রশংসা করে—তাহলে তার পাপের জন্য শুধু সে-ই কি দায়ী?

আমাদের জাতির জীবন এবং মানসিকতা কদর্য হয়েছে। তাই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনও কদর্য। জীবনের মহিমা কিসে হয়—একথা কেউ তাকে শোনায় নি। কার্যক্ষেত্রে মানুষের জীবন মন্দ বলে সে জানতেও চায় না।

মহিমান্বিত জীবনের সমস্ত আদর্শের উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। উচ্চ মহাজীবনের ধারণা মানুষ করতে শিখলে, জাতির চিন্তাধারা বদলালে জাতির ভিতর মহৎ চরিত্রের আবির্ভাব হবে। মানুষ সবই জানে, সবই বুঝে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার চাপে সে পশু, মূঢ় ও হীন হয়ে থাকে। কতদিনে বাঙ্গালী মুসলমান গৌরবময় জীবন সম্বন্ধে ধারণা করতে শিখবে? সমস্ত অন্তর দিয়ে জীবনে যা-কিছু কদর্য ও হীন তাতে লজ্জাবোধ করবে? নিজের শক্তিকে পশুর মত নয়, মানুষের মত ব্যবহার করবে?

জনৈক মূঢ় ভদ্রলোক আপন প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে বসে আল্লাহর মহিমা অনুভব করছিলেন। এমন সময় জনৈক খ্রীষ্টান বাইরে থেকে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। খ্রীষ্টান যুবক নতজানু হয়ে মূঢ় ভদ্রলোকের সম্মুখে পতিত হয়ে নিবেদন করল—মহাশয়, আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত। যদিও আমি খ্রীষ্টান তত্রাচ আমি আপনার ন্যায় মূঢ় মুসলমান আমীরের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে

www.pathagar.com

কিছুমাত্র সন্দেহ পোষণ করছি না। আমি আপনার আশ্রিত। আশ্রিতকে রক্ষা করে মহত্ত্বের পরিচয় দিন। আমি এইমাত্র জনৈক মুসলমান যুবককে হত্যা করেছি। আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে ধরে এখনই শত্রু হস্তে সমর্পণ করতে পারেন ইচ্ছা করলে জীবন রক্ষা করতেও পারেন। আমার বাঁচবার কোন উপায় ছিল না, সেজন্য আপনার এই বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি।

মূঢ় ভদ্রলোক বল্লেন, তোমার কোন ভয় নেই। যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ তোমার শরীরে কেউ সামান্য আঘাতও করতে পারবে না। মুসলমানের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা সম্ভব নয়।

যুবক হৃষ্টচিত্তে এক গুপ্তঘরে আবদ্ধ রইল। ইত্যবসরে বাইরে কাদের ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। যুবককে সেই স্থানে নিরাপদে থাকতে বলে ভদ্রলোক সদর দরজায় এসে দেখলেন, যে যুবককে তিনি একমাত্র আশ্রয় দিয়েছেন সে এইমাত্র তাঁরই একমাত্র যুবক পুত্রকে হত্যা করে এসেছে। ভদ্রলোকের ললাট শোকে মলিন হয়ে গেল, কিন্তু তিনি কাউকেও কিছু বললেন না। গভীর রাত্রিতে সেই ভদ্রলোক আশ্রিত যুবকের নিকট এসে বল্লেন—বন্ধু, তোমাকে আমি আমার আস্তাবলের সর্বাপেক্ষা বলবান অশ্বটি এবং একখানি তরবারি দিচ্ছি। যে যুবককে তুমি গত সন্ধ্যায় হত্যা করেছ, সে আমারই পুত্র। কি জানি, পিতার মন যদি দুর্বল হয়, এজন্য আত্মরক্ষার্থে তোমাকে অশ্ব ও তরবারি দিলাম। তুমি সত্বর এই স্থান হতে পলায়ন কর।

খ্রীষ্টান যুবক তন্মুহূর্তে তরবারিখানি নিয়ে সেই অশ্বপৃষ্ঠেই পলায়ন করল। এই মহত্ত্ব—এর কি তুলনা আছে? মানব সমাজে

www.pathagar.com

এর মূল্য কত বেশী। এটা কি মহান আদর্শ! কত বড় মহা-প্রাণ এই মূঢ় ভদ্রলোকের। এই ক্ষমাশীলতা, এই ক্রোধসংযম, এই প্রেম—স্বর্গীয়। শত্রুর প্রতি এতদৃশ ব্যবহার কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব হয় কি?

মহিমাময় জীবন জগতে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় মানব হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করে।

একদা জনৈক সেনাপতি তার সৈন্যগণের রসদ সংগ্রহের জন্য এক পল্লীতে এসে এক কৃষকের দরজায় আঘাত করলেন। কৃষক দরজা খুলে দেখল, সেনাপতি তার দুয়ারে দণ্ডায়মান। কৃষক সেনাপতিকে আসন গ্রহণ করতে বলে তার এতদৃশ আগমণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সেনাপতি বল্লেন—হে কৃষক। আমার সৈন্যদের খাবার ফুরিয়ে গেছে। কোন ভাল শস্যের ক্ষেত্র দেখিয়ে দাও আমাকে। ক্ষেত্রের শস্য আমরা কেটে নেব।

বলাবাহুল্য সৈন্যরা যেসব খাদ্য সংগ্রহ করে, তা জোর করেই নেয়। সেজন্য মালিককে কোন দাম তারা দেয় না। জাতির মহা বিপদকালে নাকি বিনামূল্যে লুট করে নিলে কোন দোষ হয় না।

বৃদ্ধ কৃষক বল্লেন—"আসুন আমার সঙ্গে।" এই কথা বলে কৃষক সেনাপতি আর তার সৈন্যগণকে নিয়ে এক মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন। পথে বহু উত্তম শস্যের ক্ষেত্র দেখা গেল কিন্তু কৃষক সে-সব ক্ষেত্র উপেক্ষা করে দূরে একখানি উত্তম শস্যের ক্ষেত্র দেখিয়ে বল্লেন: এই ক্ষেত্র থেকে আপনারা শস্য সংগ্রহ করুন। সেনাপতি সেই ক্ষেত্র থেকে সমস্ত ফসল কেটে নিতে আপন সৈন্য-গণকে আদেশ দিলেন। তারা কৃষককে জিজ্ঞেস করলেন—এর আগেও কয়েকখানি উত্তম শস্যের ক্ষেত্র দেখলাম। সেগুলি বাদ

www.pathagar.com

দিয়ে তুমি এ পর্যন্ত আমাদিগকে ডেকে আনলে কেন? কৃষক বল্লেন: সেনাপতি, সেগুলো আমার নিজের ক্ষেত্র নয়, এইটা আমার নিজের ক্ষেত্র।

সেনাপতি কৃষকের মনুষষ্যত্বে চমৎকৃত হয়ে তাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। বল্লেন, যে দেশে এমন মহানুভব কৃষক বাস করেন, তাদের পরাজয় কখনও হবে না। মনুষ্য জীবনের এইসব মহত্ত্বপূর্ণ পরিচয় বাস্তবিকই প্রাণকে মুগ্ধ ও আনন্দিত করে। মানুষ সাধারণতঃ নীচ, নিজের কাজের চিন্তায় সে বেশী পাগল। যখন সে পরের কথা ভাবে, অপরের সুখের পথে সে আঘাত করে না, তখন সে দেবতা।

আমি আশা করি, মনুষ্যত্ব জয়যুক্ত হোক। মানুষের মনে উন্নত মহাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জাগুক। সে নিজের এবং পরের হীনতাকে ঘৃণা করতে শিখুক। মানুষ যেন তার নির্মম পেষণে দুঃখ পেয়ে খোদাতালার কাছে ফরিয়াদ না জানায়।

মানুষকে কোন রকমে দুঃখ দিও না, জীবনকে মহাগৌরবের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা কর। মানুষ তো অনেকেই জগতে জন্মে। যারা হীন কুকুরের জীবন জগতে কাটিয়ে গেল, যারা অত্যাচারে জগতের বুকে হাহাকার ধ্বনি জাগিয়ে গেল, তাদের শেষ —মাটি, আর যারা দরিদ্র, অশ্রুর পূজাই যাদের জীবনের শেষ পূজা, দরিদ্র, অবহেলিত, অপমানিত—তাদেরও শেষ—মাটি।

এই পৃথিবীই আমাদের শেষ নয়। মানুষের জন্য এক মঙ্গলময় ভবিষ্যত আছে—যেখানে আমাদের জীবনের অবস্থা আমাদের কৃতকর্মের ফল অনুসারেই হবে।

জেনোয়াতে (Genoa) যখন গণ-শাসনতন্ত্র একটি সামান্য বণিকের সন্তান একটি গৃহস্থ ঘরের যুবকের হাতে এল, তখন জেনোয়ার

www.pathagar.com

ধনী ও কুলীন সম্প্রদায় মর্মে মর্মে চটে গেলেন। উবার্টো (Uberto) নামক জৈনিক যুবক আপন স্বভাবের অমায়িকতা, মহত্ত্ব ও আত্ম-শক্তিতে দেশের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করলেন।

কিন্তু এ কর্তৃত্ব বেশীদিন তিনি করতে পারলেন না। দেশের আমীর সম্প্রদায় এই নীচ নিম্নশ্রেণীর লোকটির কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারলেন না। তারা সত্বরই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উবার্টো (Uberto)কে দূরদেশে নির্বাশিত করলেন। তার প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হতো, কিন্তু নগরের বিচারক এডর্নো (Adorno) দয়া করে তাকে মাত্র নির্বা-সনদণ্ড দিলেন।

উবার্টো (Uberto) আপন দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে বিদেশে বহু বৎসর আপন প্রিয়জন বিচ্ছেদ দুঃখের মর্মযাতনায় জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু বিদেশেও আপন মহৎ স্বভাবের গুণে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধনী বলে পরিগণিত হলেন। পরিশ্রম, সৎ-সাহস, সততা, মহত্ত্ব এসব গুণই মানব জীবনকে সর্ব অবস্থায় উন্নত করে। উবার্টোর অর্থাভাব নেই, কিন্তু স্বদেশের বিরহ যাতনা সদাই তার বুকে লেগে থাকত। একদিন বিদেশে টিউনিস্ (Tunis) নগরে হঠাৎ তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ এক যুবককে দেখতে পেলেন। যুবককে সদ্বংশজাত বলে মনে হলো। কুলীর কঠিন জীবন তাকে বহন করতে হচ্ছে। কাছে যেয়ে অনুসন্ধানে জানতে পারলেন—যুবক জেনোয়া শহরের প্রধান বিচারপতি এডর্নোর (Adorno) সন্তান। বন্দী হয়ে দাসরূপে বিক্রীত হয়ে বর্তমানে এই কঠিন দুঃখের জীবন যাপন করছে। এডর্নো! এডর্নো!—যিনি পদ ও বংশ মর্যাদার গর্বে দরিদ্র নীচ বংশের উবার্টোকে চির নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করে-ছেন, সেই এডর্নোর পুত্রের এই দুরবস্থা! এই অপমানের জীবন!

www.pathagar.com

উবার্টো যুবকের মালিককে বহু মিলিয়ন (Million) ক্রাউন মূল্য দিয়ে যুবককে উদ্ধার করলেন। যুবক এই অপরিচিত ব্যক্তির মহানুভবতায় অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি উবার্টোর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। উবার্টো বল্লেন, আপনাকে শীঘ্র দেশে পাঠাবো। আপনার পিতার কাছে আমার পরিচয় পাবেন। কিছু-দিনের মধ্যে বহু উপঢৌকনসহ উবার্টো নিজ জীবনের পরম শত্রুর পুত্রকে স্বদেশে পাঠিয়ে দিলেন। এডর্নো বহুকাল পরে অপ্রত্যা-শিতভাবে পুত্রকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। উবার্টোর পরিচয় তিনি পুত্রের কাছে পেয়ে তার গত কৃতকর্মের জন্য বহু অনুশো-চনা করলেন। এবং দেশে বহু আন্দোলন করে উবার্টোকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার করলেন। মহি-মার কাছে বংশ গৌরবের কোন মূল্য নেই। বংশ গৌরবের অর্থ দাম্ভিকতা, অত্যাচার, অপ্রেম ও নিষ্ঠুরতা—তা অহঙ্কারের মত মানুষের হৃদয়কে তাপিত করে। তা কখনও দরিদ্র, পতিত ও মূঢ়কে স্বর্গের আলো দেখাতে সমর্থ নয়। যে আপনাকে ভুলেছে, জীবনের বা বংশের গৌরব-গর্ব যার প্রাণে স্বপ্নেও জাগে না, সেই জগতে আদর্শ মহাপুরুষ হয়ে মানুষের অন্তরকে স্বর্গের অমৃতধারায় অভিষিক্ত করে—দুর্বলকে পথ দেখায়, দুঃখীকে সান্ত্বনা দেয়, পতি-তকে উন্নত করে, অপরিচিতকে পরম আত্মীয় করে।

মানুষ অহঙ্কারকে ভালবাসে না, যা অগ্নির ন্যায় দুর হতে সুন্দর দেখায়--সুশীতল বারির মত তা তৃষিত, তাপিত মানুষের জীবন ঠাণ্ডা-সরস করে না। আমরা চাই দরিদ্রের আদর্শ—মহামহিমার জীবন।

"হে প্রভু, কাফেরদিগের উপর আমাদিগকে কর্তৃত্ব দাও।" (কোরাণ) যারা কদাচারী, নীচ, ধর্মহীন, বিধর্মী, তাদের কাছে নত

www.pathagar.com

হবার মত লজ্জা আর নেই। যারা জ্ঞানে, দৃষ্টিতে হীন এবং সঙ্কীর্ণ, তাদের কাছে জ্ঞানীর নত দৃষ্টি মানুষের মনে শোক সৃষ্টি করে। জ্ঞান এবং সত্যের স্বাধীনতা চাই, সম্মান চাই। মানুষ কি কখনও অমানুষের জুতা বহন করতে পারে? কখনও না—তার আগে তার মৃত্যুই ভাল।

ক্ষমতা অধিকারের যোগ্য কে?—যে জ্ঞানী, যে মানুষ, যে সাধু, যে ঈশ্বরের পতাকা বহন করে। প্রতাপের রাজা কে?—যে ঈশ্বরের পতাকা বহন করে। জগতের ধন-সম্পদের অধিকারী কে হবে?—যে ঈশ্বরের শক্তিতে বলবান, সেই। হিন্দু-চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ নমস্য চিত্র—মা আদ্যশক্তির দুই কন্যা—লক্ষী (ধনৈশ্বর্য) আর সরস্বতী (জ্ঞান)।

সর্ব দুঃখ সয়ে যাও, প্রভুর পতাকাই ধরে থাক; তথাপি অসত্যের কাছে, মিথ্যার কাছে ভয় খেয়ে ধৈর্যহীন হয়ে পতাকা ফেলে দিয়ে পালিও না। সব দুঃখ সহ্য করে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। জয়ের দিন আসবে। মহাজীবনের মহিমা জাগবে। এইভাবেই তো মহিমার জয় হয়।

www.pathagar.com

মহামানুষ

নিজে মহামানুষ হতে ইচ্ছা করিনে। সে তো দুরাশা। এযুগের মুসলমান সমাজের কাউকেও মহামানুষ হতে বলি না। কারণ তা অসম্ভব। শুধু মহাজীবনের অনুভূতিকে, মহাজীবনের হৃদয়তলে কোন চিন্তাধারা সদাজাগ্রত থাকে, মহাজীবনের স্বাদ কি, সেটুকু জানাতে ও জানতে চাই। যদি কোনদিন কোন যুবকের মনের সম্মুখে মহাজীবনের স্বর্গ-দ্বার খুলে যায়, সেইদিন সে অজানিতের প্রেরণায় জাগবে, নামের জন্য নয়, কর্তব্যের আহ্বানে মহাচেতনা লাভ করে মহাকাজের আহ্বানে সে ছুটে চলবে। সে তো নিজের শক্তিতে হবে না, নিজের ইচ্ছাতেও না।

মহামানুষ কারা? যারা ঈশ্বরের বাণী লাভ করে জগতের মেষ-দলকে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়েছেন। সত্যের জন্য বলী হয়েছেন, দুঃখ সয়েছেন, তারাই মহামানুষ। এতদ্ভিন্ন আর কে মহামানুষ—আর কে মহামানুষ হতে পারে? এরূপ আকাঙ্খা করাও পাপ। কারণ জীবনে নামের জন্য, যশের জন্য মানুষের কোন সাধনা সিদ্ধ নয়। মানুষ কর্তব্য করবে, ঈশ্বরের আদেশ শিরে বয়ে জীবনের পথে চলবে—তাতে তার জীবনের আসন যেখানে হয় হোক, বড় এবং ছোট হওয়ায় তার কি আসে যায়! আমরা ক্ষুদ্র, সামান্য মাটির মানুষ। জীবনের দিনগুলো সাধুকার্যে যদি রঙিন করে তুলতে পারি, যদি বাতুলের ন্যায় মানুষের সঙ্গে আলাপে প্রলাপ বকে সময় নষ্ট না করি, সামান্য কিছু অর্থলাভ করেই দাম্ভিক সেজে না বসি—তা-ই আমাদের পক্ষে মহাজীবন। দোকান ঘরে অংশীদার

www.pathagar.com

বন্ধুর অগোচরে যদি একটি পয়সাও না লই, লজ্জা ত্যাগ করে সেবা ও সত্যের জন্য যদি পথের মজুর সাজতে কুণ্ঠাবোধ না করি, বৃদ্ধ, রুগ্ন পিতা-মাতার জীবনে যদি আনন্দ দিতে পারি, তাই আমাদের পক্ষে মহাজীবন। যদি চাকরী করে প্রত্যহ ঘুষের লোভ সংবরণ করতে পারি, প্রতিবেশীর দুঃখে বেদনা পাই, তাকে যথা-সম্ভব সাহায্য করি, জীবনে অশিক্ষিত ও মূঢ়চিত্ত থাকতে লজ্জাবোধ করি—তাই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের জীবন। পৃথিবীকে ওলট-পালট করবার সাধনা আমার না, নোবেল পুরস্কার পাবার আশাও আমি করি না, যৌবনগর্বে যদি জিহবাকে সংযত রেখে, মূল্যহীন কু-তর্ক হতে রক্ষা করতে পারি, দরিদ্র ইতর লোকদের সন্তানগণকে আপন অজানিত অবজ্ঞার জীবনে জীবনের গানশোনাতে পারি, তাদেরকে বছরের পর বছর ধরে শিক্ষার আলো দানকরতে পারি—সেটাই আমার পক্ষে মহাজীবন।

আমি মূল্যবান পোষাক চাই না, অট্টালিকা-কোঠাবাড়ী চাই না; শুধু সহজ জীবনে শান্ত নির্বিকার দৈনন্দিন আনন্দে জীবনকে সুরভিত করে তুলতে চাই—দেশের মানুষকে প্রিয়তম জ্ঞান করতে চাই—আপন দেশ ও স্বাধীনতাকে ভালবাসতে চাই—উদ্ধত, গর্বিত অত্যাচারী, স্বাধীনতা অপহরণকারী, দুর্বৃত্ত শ্মাশ্রু-গুম্ফধারী নামাজীকে পদাঘাত করতে চাই—এটাই আমার জন্য গর্বের জীবন।

নারীর সম্মান যেন আমার দ্বারা ক্ষুণ্ণ না হয়—নারীকে যারা বিপথে নেয় তাদের রক্ত আমি পান করতে চাই। জীবনে মিথ্যা চাই না, প্রতারণা চাই না, প্রবঞ্চনাও ভালবাসি না, প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষা করতে চাই। আমি ধনী হতে চাইনে। যা প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। অভাবগ্রস্ত ভদ্রলোক হতে চাইনে,

www.pathagar.com

সচ্ছল অবস্থায় কৃষক হতে চাই, এটাই আমার জন্য মহাজীবন। কামুকতা চরিতার্থ করবার জন্য বিবাহ করতে চাইনে, তা তো পশু-তেও করে। আমি কি শুকর, না বৃষ? আমার স্ত্রী আমার মানস-স্বর্গের দেবী হবে। আমার গৃহ হবে ঋষির আশ্রম। আমার পুত্র-কন্যারা হবে দেব-শিশু। আমার স্ত্রী জীবনে কখনও কঠিন কথা বলবে না—সেই হবে আমার পার্থিব জীবনের স্বর্গ। এটাই আমার জন্য মহাজীবন।

যে মাথা মহাসত্যকে পুজা করেছে, প্রণাম করেছে, তা দাসের হীন স্বার্থে অন্য কাউকেও শ্রদ্ধা জানাবে না, অথচ সেবায় আমি মাটি অপেক্ষা ছোট হবো, মানুষের পদধূলি মাথায় নিয়ে ধন্য হবো, এটাই আমার মহাজীবনের ধারণা। আমি দরিদ্রকে উপেক্ষা করে ডেপুটি বাবুর সঙ্গে হেসে মিশে জীবনের মান বাড়াতে চাইনে। আমি আকাশে উঠতে চাইনে, বাতাসে উড়তে চাইনে—সাগর সেচতেও চাইনে। গিরিশীর্ষ ধরে আছাড় মারতেও চাইনে—অতবড় কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি নিজ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আমার দীন জীবনের শান্ত আলো ছড়াতে চাই। তাই আমার জন্যে মহাজীবন।

www.pathagar.com

যুদ্ধ

সর্বনাশ! এভাবে মানুষকে মানুষ হত্যা করতে কে শিক্ষা দিয়েছে? আমি ভাববাদী নই, মহামানুষও নই—তথাপি প্রাণ আমার কেঁদে জিজ্ঞেস করছে—মানুষ এত নিষ্ঠুর হল কি প্রকারে? তোমরা জীবনে কোন না কোন ধর্ম মান নিশ্চয়। এই কি তার পরিচয়? আমি বলি, তোমাদের কোন ধর্ম নেই—সবই যেন তোমাদের পাগলের খেলা। জাত এ কি ঈশ্বরের ব্যবস্থা? হায়—হয়ত ছোঁয়াছুঁয়ি তোমাদের ধর্ম। প্রেম তোমাদের ধর্মে নেই। পোশাক গীর্জা ও মসজিদই তোমাদের ধর্ম। প্রেম তোমাদের ধর্ম নয়। হায়, তোমাদের প্রাণে দরদ কই, মানুষের জন্য মমতা কই?

দিনের মধ্যে শতবার অজু করছ যাতে শুদ্ধ ও পবিত্র হতে পার। স্নান করছ, যাতে পাপ ধৌত হয়। কতবার ভগবান ভগবান, (Lord-Lord) আল্লা আল্লা করছ, এতেই কি ঈশ্বর তুষ্ট হন? আলখেল্লা পরা ধার্মিকগণ! সারা রাত উপাসনা করছ—প্রাণে কিন্তু দরদ নেই, সত ও ন্যায়নিষ্ঠা নেই। বাঃ বেশ তোমাদের ধর্ম! সন্ধ্যায় কুকুরের মত ক্রোধে মানুষের বুকের মাংস খেতে উদ্যত হচ্ছ! তোমরা সত্যই ধার্মিক। হায়! দরদহীন, প্রেমহীন, মমতাহীন ধর্ম!

উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ মানুষকে মারাত্মক ভীষণ অস্ত্র ত্যাগ করতে বল্লে কে তা আর শোনে? একটা মানুষকে শান্ত করা যায় না, জগৎকে কি করে বুঝান যাবে? যুদ্ধে সঙ্গীন, বন্দুক, কামান, তীর, গ্যাস, বর্শা এসব ব্যবহার বড়ই নিষ্ঠুরতা। মানুষ এত নিষ্ঠুর, তার প্রাণে দরদের এত অভাব যে, তারা উত্তেজিত পশুর মত অতি নিষ্ঠুরভাবে তার ভ্রাতাকে হত্যা করে।

www.pathagar.com

প্রাচীনকালে মানুষ নিজ নিজ শরীরের শক্তি দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করতে চেষ্টা করতো। যুদ্ধে তরবারি এবং মুদ্গার ছাড়া আর কোন কিছু ব্যবহার করা মহাপাপ। মানবপ্রাণে দরদই যদি না জাগল, ভ্রাতাকে দুঃখ দিতে যদি তার অন্তরে মমতাই না হলো, তবে আর সে জগতে কি ধর্ম মানে, আর পালন করে? এরই নাম কি মানব সভ্যতা? কার শরীরে কতখানি শক্তি আছে, সম্মুখসমরে তারই পরীক্ষা হোক। তিন ক্রোশ দূর থেকে কামান দেগে মানুষকে হত্যা করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। দূর থেকে মানুষের বুকে তীর ছোঁড়া, সঙ্গীন দিয়ে তার বুক ফোড়া, গুলী করে তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করা—হায়, কতখানি নির্মমতা! কিসের জন্য মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়? মানুষ জীবনে ক'দিন বাঁচে? মানুষের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হোক, তার শৌর্য্য-বীর্য্যের পরীক্ষা হোক, হাতা-হাতি ধাক্কাধাক্কি লাঠালাঠি হোক। নিষ্ঠুর যুদ্ধ কেন?

মানুষ মানুষের বুকে কিভাবে সঙ্গীন চালিয়ে দেয়—ও দৃশ্য আমি দেখতে পারিনে, সহ্য করতেও পারিনে, ভাবতেও পারিনে। থাক তোমাদের রাজত্ব, আমার জীবনের সঞ্চিত সমস্ত ধন তুমি নিয়ে যাও, তথাপি তোমার বুকে আমি বর্শা চালাতে পারবো না।

মানুষ হত্যা কি পাপ নয়? আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ অস্ত্র ব্যবহার করুক, মানুষের মত মনে দরদ দিয়ে সে যুদ্ধ করুক। হায়, মানুষ মানুষকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে! এমন জঘন্যভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ হয়!

আমার সঙ্গে কুস্তি কর, দেখি তোমার কেমন শিক্ষা, কেমন তোমার গায়ে বল? দূর থেকে চোরের মত আমার হৃদয়ে গুলীবিদ্ধ করে তোমার কি আনন্দ? তুমি কি মানুষ? তোমার কি মৃত্যু

www.pathagar.com

নেই? তোমার কাজের কি কোন কৈফিয়ৎ নেই? এই কামান-বন্দুকের ব্যবহার কতদিন থেকে শিখেছ? মহাপুরুষ বুদ্ধদেব তীর-বিদ্ধ রক্তাক্ত পাখীকে কোলে করে কেঁদেছিলেন। আর তোমরা মানুষের বুকে গুলী চালিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেল না। আমাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মার, কুঠার দিয়ে আমার মাথা কেটে ফেল, শুধু নিষ্ঠুর বর্বরের মত যাতনা দিয়ে, অপরিসীম দুঃখ দিয়ে মের না।

যিশুখ্রীষ্টকে কতবার তোমরা ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলাবে? [খ্রীষ্টের রক্তাক্ত দেহ, তাঁর যাতনাক্লিষ্ট মুখ দেখে কি তোমাদের মায়া হয় না? ও দৃশ্য কি চোখে দেখা যায়? হায়! ধর্মহীন মানুষ!

যারা এত অধার্মিক, তারাই জগতে কর্তৃত্ব করবে। হাজার হাজার, কোটি কোটি মানুষ! খ্রীষ্টের মৃত্যু তোমরা চোখে দেখে শান্ত হয়ে আছ? তোমাদের ভিতর ক্রোধ জাগে না, অভিমান জাগে না?

আমি বলি, তোমরা যুদ্ধনীতি বর্জন কর। সমস্ত বন্দুক, কামান, তীর, বর্শা সাগরজলে ফেলে দাও। যারা শুনবে না পৃথিবীর সমস্ত ঈশ্বরের মানুষ, সর্ব জাতির শান্তিকামী মানুষ মিলিত হয়ে সেই মনুষ্যহন্তা অত্যাচারী মনুষ্য দলের সঙ্গে সত্যাগ্রহ কর। তাদের সঙ্গে কারও কোন সংশ্রব নেই; এইভাবে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করি। শয়তানের অনুচরেরা যারা নিষ্ঠুর, ঈশ্বরবিদ্রোহী, তারাই কি জগতে ক্ষমতার অধিকারী হবে? কার কথায়, কোন্ লাভে, কার স্বার্থে, কার আদেশে তোমরা দলে দলে যেয়ে ভ্রাতার বক্ষভেদ কর, নিজের বক্ষ বিদ্ধ হতে দাও? ও পাপের জন্য দায়ী কে? এই মনুষ্য হত্যার জন্য তোমরা জগতে কি রাজত্ব পেয়ে

www.pathagar.com

থাক? যারা তোমাদেরকে যুদ্ধে হানাহানি করতে বলে, তারা তো সুখেই ঘরে বসে থাকে। মর তোমরা শুধু। বিভিন্ন দেশের মানুষ আপন ইচ্ছামত যার যেখানে ইচ্ছা, বাস করুম। কেন মারামারি হয়? আর যদি মারামারি হয় হয় তবে কি অমন নির্মম মারামারি! সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হও। কেন মেঘের ভিতর থেকে মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে দশ মাইল দুর থেকে বাণ নিক্ষেপ কর? বাণ যখন শত্রুর দেহ বিদ্ধ করে, তখন তার কত যন্ত্রণা হয়, তা কি একটুও ভাবতে পার না? কিভাবেমানুষকে অত ব্যথা দিয়ে তোমরা বেঁচে থাক? কুঠার দিয়ে কাছে এসে বরং এক আঘাতে তার শির দেহ হতে বিভক্ত করে ফেল।

একজনের দোষে নয়, পরস্পরের দোষে জগতে যুদ্ধে নৃশংসতা ও ভীষণতা বেড়ে গেছে। একজন যদি যুদ্ধে নৃশংস বধের পন্থা অবলম্বন করে, আত্মরক্ষার জন্যে আমাকেও তেমনি করতে হয়। এইভাবে মানব সমাজে মহাপাপ আসন পেতে বসেছে। যে ভাল সেও মন্দ ও বর্বর হয়েছে। বরং যথাসম্ভব ক্ষতি স্বীকার কর—তত্রাচ নৃশংস আচরণ করো না। দেশে দেশে মানুষ সমস্ত ভীষণ যুদ্ধাস্ত্র তৈরী বন্ধ করে দিক, তাহলেই জগতে বর্বরতার অবসান হবে। যুদ্ধে নৃশংস আচরণের শেষ হবে।

দস্যু ও শয়তানের বুকে দানব রাজত্ব করে, যেখানে দয়া-মমতার নাম-গন্ধ নেই। তাদেরকে দমন করতে হলে হত্যা করতে হয়। তারা যেমন অস্ত্র ব্যবহার করে, আমাদেরকেও তার চেয়ে ভীষণ অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়।

এভাবেই জগতে পাপ বেড়েছে। প্রাচীনকালের মানুষ, যাদের কোন ধর্ম ছিল না, কিংবা পশু দুরাত্মাদের মধ্যে এমন হতে পারে—

www.pathagar.com

সত্য মানুষ, যাঁরা যিশু, আব্রাহাম, বুদ্ধ, মহম্মদের শিষ্য, তাঁদের মধ্যেও কি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে তেমনি হবে ?

আগে বাংলাদেশের নদী-নালা দস্যুতে ভর্তি ছিল। মানুষের জীবন, ধনরত্ন নিরাপদ ছিল না। দস্যুরা নিরীহ পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। একবার বরিশালের এক নদীতে এক ভদ্রলোক তাঁর পত্নীসহ নৌকায় কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে একদল দস্যু এসে তাঁদেরকে আক্রমণ করল। ধনরত্ন তো নিলই, ভদ্রলোকটিকে নদীগর্ভে ফেলে দিল। নারীর ক্রন্দনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তার মাথা কুঠার দিয়ে দু'ভাগ করে ফেল্ল। গহনা-গুলো জীবিত অবস্থায় নাক-কান থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিল। হাতপা'র গহনা খুলতে টানাটানি না করে হাত-পা কেটে ফেল্ল। খুলে দেবার দেরী সহ্য করল না। এমনই নির্মম পিশাচ এরা। এদেরকে দমন করবার জন্যে অস্ত্র আবশ্যক। দুষ্টের দমনের জন্যে অস্ত্রের প্রয়োজন হবেই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর্তুগীজ দস্যুর অত্যাচার-কাহিনী সর্বজনবিদিত। মুসলমান সেনাপতিরা এদেরকে সমূলে দমন করেন। মানুষকে শান্তি দাও, নিষ্ঠুরের মত নয়—বর্বরের মত নয়। যাঁরা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন—তাঁরা মহাপুরুষ। গত জার্মান যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যদলের করাচী হতে পল্টনে যোগ দেবার সময় কম্যাণ্ডিং অফিসার লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এ, এল, ব্যারেট সৈন্যদের মাঝে বক্তৃতায় বলেছিলেন—সিপাহী লোককা য্যায়সা ইজ্জত হ্যায়, এ্যায়সা আওর কিসিকা নেহি হ্যায়। অর্থাৎ জগতের সৈনিকের যেমন মর্যাদা, এমন আর কারো নয়। একথা সত্যি। লেখক কয়েক বছর আগে 'মোস্লেম ভারতে' লিখেছিলেন : সৈনিকের মর্যাদার কথা। দুর্বলকে দানবের অত্যাচারলীলা হতে

www.pathagar.com

বাঁচাতে, বিশ্বে কল্যাণ স্থাপনের জন্য যে আপন প্রাণ দেয়, সে কি সহজ? সে নমস্য, সে নমস্য, সে নমস্য। কতকাল আগে অবজ্ঞা, অসম্মানিত অবস্থায় এক সৈনিক আপন বুকের রক্ত দিয়ে মাটি রঞ্জিত করেছিল—আজ তিনশত বছর পরে সেই রক্তধারা ফুল হয়ে আমার বিছানার চারপাশে পড়ে আছে।

বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারি বেদনার কথা, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে, মানব কল্যাণের নামে অস্ত্র ধারণ করেছে—তারা যদি ঘুষ খায়, চরিত্রহীন হয়, দুর্বল, নিরপরাধীর উপর অত্যাচার করে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে। দেশের অনেক কর্মচারী সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে নানা অপবাদ শোনা যায়। যারা জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার পবিত্র নামে আপন কার্যের অবমাননা করে—তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। তাদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। যারা হবে বেশী ভাল, তারাই যদি হয় অধিক মন্দ, তবে আর সে অবস্থায় মীমাংসা কি? ফরাসী সেনাপতি বেয়ার্ড আদর্শ সেনাপতি ছিলেন! তিনি মহাপ্রাণ, নিষ্পাপ এবং মহামানুষ ছিলেন। তিনি নির্ভীক, দোষশূন্য ছিলেন। অবিচার তাঁর কাছে ছিল না। যোদ্ধা হলেও তাঁর হৃদয় ছিল দয়ার আধার। তিনি সত্য ছাড়া মিথ্যা জানতেন না। দুঃখ বিপদ যত বেশী হত, তাঁর সাহসও তত বেশী বাড়ত। বড়লোককে তিনি ঘৃণা করতেন, যদি তাঁরা সজ্জন না হতেন। তিনি সমস্ত অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে দান করে দিতেন। তিনি সর্বদা গোপনে এবং নিরহঙ্কারচিত্তে প্রতিবেশীদেরক সাহায্য করতেন। তিনি শত শত নিঃসহায় বালিকাকে মাসিক বৃত্তি দান করতেন। বিধবারা কখনও তাঁর সাহায্য হতে বঞ্চিত হত না।

www.pathagar.com

কত সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোক নির্মমভাবে দরিদ্রদের অভাব দেখলে সেখান থেকে সরে যান, বেয়ার্ড তাদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি অধীনস্থদেরকে অতিশয় স্নেহের চোখে দেখতেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, পীড়িতকে ঔষধ দেওয়া, ঋণীর ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি প্রশংসা তোষামোদ ঘৃণা করতেন। বাল্যকালে যে সব মহৎগুণ তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আরও বেড়ে-ছিল। অনেক সময় দেখা যায়, যুবক বয়সে মানুষ মহৎ ও সাধু থাকে, শেষে তারাই নিষ্ঠুর এবং অসাধু হয়ে ওঠে। ডিউক অব ওয়েলিংটনও আদর্শ সেনাপতি ছিলেন। তিনি পরাজিত দেশ-বাসীর প্রতি অতিশয় দয়াপূর্ণ ব্যবহার করতেন। একবার তাঁর সৈন্যগণ কতকগুলো কাঠ তার গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলো। সেনাপতির কাছে অভিযোগ করা মাত্র তিনি কড়ায়-গণ্ডায় তাদের প্রাপ্য দাম বুঝে দেন। তিনি অত্যাচারকে আন্তরিক-ভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি ঘুষ গ্রহণ করা অতিশয় হীন কাজ মনে করতেন। তাঁর হৃদয় দয়ার সাগর ছিল। একবার যুদ্ধে যখন তাঁকে মৃতের সংখ্যার তালিকা দেওয়া হয়, তখন তিনি বালকের ন্যায় শোকে ক্রন্দন করেন। এই দয়ার সাগর সেনা-পতি ক্ষমা করতে পারলে কখনও শাস্তি দিতেন না। নিম্নপদ-স্থদের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ও মধুর ব্যবহার করতেন। যুদ্ধে লুণ্ঠন কার্যকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করতেন। আহত সৈন্যদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁর আন্তরিকতা ছিল অসীম—স্বজাতি বা বিদেশী যেই সে হোক। অন্যেরা যাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে এসেছে তিনি তাকে কুড়িয়ে এনেছেন। নেপোলিয়নের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদ করতে

www.pathagar.com

যেয়ে তিনি বলেন—সেনাপতি জল্লাদ নয়। নেপোলিয়ন কিন্তু মৃত্যুকালে ডিউককে যে ব্যক্তি হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল তাকে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দিয়ে যান। এই ব্যক্তিও সৈনিক, কিন্তু দু'জনের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রাচীনকালে বর্বর গথ এবং জার্মানের হন্ জাতি ল্যাটিন সভ্যতা ধ্বংস করেছিল—আগুন, রক্ত, ধূম, হাহাকার, ক্রন্দন তাদের গমন পথকে কলঙ্কিত করেছিল। এরা হচ্ছে আল্লাহর গজব। আল্লাহর অভিশাপ হয়ে এরা জগৎ রক্ত-স্নাত করেছে। আলেকজাণ্ডার প্রাচীন সিনিসিয়ার রাজধানী টায়ার ধ্বংস করতে গিয়ে রাজপথসমূহে রক্তের নদী সৃষ্টি করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গীজখাঁ, হালাকুখাঁ, সুলতান মাহমুদ, নাদিরশাহ্ পবিত্র তরবারির অপমান করেছেন। অনন্ত মানুষের বুকে আগুন জ্বেলে এঁরা জগতে রক্তনদী সৃষ্টি করে আনন্দ পেয়েছেন। এঁরা সেনাপতি, না দুস্যু ?

তরবারি ধারণ করবার যোগ্যতা কার আছে ?—যিনি মহাজন, যিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, যিনি মানুষের রক্ষাকর্তা বন্ধু, যিনি দুর্বলের বল, মানব জাতির পরম হিতাকাঙ্খী সহায়।

www.pathagar.com

স্বাধীন গ্রাম্যজীবন

রোমান সেনাপতি সিন-সি-নি-টাস সমস্ত জগতের কাছে, বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমান জাতির কাছে আদর্শ মহাপুরুষের স্মৃতি হয়ে মানব ইতিহাসে বেঁচে আছেন।

চাকরী ছাড়া মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়—এ ধারণা বাঙ্গালী মুসলমান ছাড়া আর কারো নেই। ইসলাম ধর্মের প্রথম বিশ্বাস মন্ত্র (কলেমা শাহাদত) মানুষের জীবনে কতখানি স্বাধীনতার ভক্ত করেছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অথচ বাঙ্গালী মুসলমান জীবনের স্বাধীনতাকে কতখানি অমর্যাদা করে, তা বলা যায় না। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মানুষের নমস্য ও ভক্তির যোগ্য নয়—এই হচ্ছে মুসলমানের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ধর্মবিশ্বাস। সত্য জীবন যাপনেই যে মানুষের গৌরব বেশি, মুসলমানের সে মহা চিন্তাধারা প্রাণে আজ জাগে না, তার কারণ সে প্রকৃত মুসলমান নয়। সে নিজের ধর্মের ভাব ও রস গ্রহণ করতে পারে না। না বুঝে সে কোরাণ পড়ে। এবং স্বর্গের আশা করে। তার জীবনে মহৎ ভাব, গৌরবের ধারণা কোনমতে আসে না। গ্রামের দারোগা ফকু মিয়া ছুটি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী আসেন, সাধারণকে ধরে এনে গালি দেন, অপমান করেন—তা দেখে অশিক্ষিত প্রতিবেশী মুসলমান মনে করে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রতাপের জীবনই হচ্ছে গৌরবের জীবন। অনেক বছর আগে কোলকাতার কোন ছাত্রাবাসে যশোহরের কোন জাম্বিল-পরা কাজী সাহেব একদিন গল্প করছিলেন—আমার বাপ-দাদা গ্রামের কৃষকদেরকে বাড়ীতে ধরে এনে জুতো মারেন, এমনই সম্ভ্রান্ত

www.pathagar.com

আমরা। আমরা মাঠে গরু ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে শস্য নষ্ট করলে কারো সাহস হয় না প্রতিবাদ করে। জীবনের গৌরব সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমানের ধারণা কত ছোট, তারই নমুনা মাত্র এ একটি।

চাকরী করা, অত্যাচার করা, অসাধু পথে অর্থ উপার্জন করা আমাদের বাপ-মা ভাই-বোনের কাছে একমাত্র গৌরবের জীবন। সত্য স্বাধীন জীবনে আর মনুষ্যত্বেই যে মানুষের গৌরব, একথা জগতের সকল জাতিই বুঝেছেন, বোঝেন নাই বাঙ্গালী মুসলমানেরা। যদিও এরা দিনের মধ্যে শতবার আল্লাহর কাছে মাথা নত করছেন। প্রকৃত সত্যজীবনের সঙ্গে বা ধর্মের সঙ্গে এদের জীবনের গভীর যোগ নেই। কোন্ জাতি থেকে এঁরা মুসলমান হয়েছে কে জানে! নইলে জীবন সম্বন্ধে এঁদের ধারণা এত কদর্য কেন? ধর্ম-জীবন এত সংকীর্ণ কেন? জীবনে এঁরা শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর হতে চান না। এঁদের ধর্ম শুধু মুখে, কেতাবে—জীবনে নয়। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ। কি আমাদের অভাব? এমন সোনার দেশ জগতে আর কোথায়? এমন অহিংসার দেশ আর কোথায়? খ্রীষ্টের জন্মের বহু বছর আগে এখানে অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্র প্রচারিত হয়েছে। প্রত্যেক গৃহই আমাদের এক একটি তপোবন, এক একটি ঋষির আশ্রম।

মাঠভরা শ্যামল শস্য, বাড়ীভরা খাদ্যদ্রব্য, নদীভরা মাছ—এত আশীর্বাদ জগতের বুকে আর কারা পেয়েছে? তবুও আমাদের অভাব গেল না। রত্নভাণ্ডার ফেলে আমরা পরপদলেহন, অত্যাচার, মিথ্যা প্রচারণার জীবন যাপন করতে ছুটেছি। ভ্রাতঃ! দেশকে নমস্কার কর, মাঠের দিকে ফিরে চাও, লাঙ্গল আর কোদাল ঘাড়ে কর, গাভীর পরিচর্যা কর। বুকভরা স্বাস্থ্য জেগে উঠুক। জীবনে যথার্থ গৌরব সম্বন্ধে তোমরা চিন্তা করতে শেখ।

www.pathagar.com

লেখাপড়া, বিদ্যাচর্চা, ধর্মজীবন, কোরাণ পাঠ, রোজা-নামাজ এগুলোর উদ্দেশ্য মানুষকে শুদ্ধ ও সুন্দর করে তোলা। মুসলমানের জীবনে বিদ্যা এবং ধর্মের কোন প্রভাব দেখি না—এ আমাদের গভীর লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। মহৎ জীবনের কথা দূরে থাক, মুসলমানের পল্লীজীবন, তার পারিবারিক জীবন ভয়ানক গ্লানিপূর্ণ। কুকথায় ও অশ্লীলতায় ভরা। তার জীবনে বিবেকের কোন আসন নেই। তার জীবনে কোন লজ্জা নেই। যা ইচ্ছা বলে, যা ইচ্ছা গায়ের জোরে করে। তার কথার কোন ঠিক নেই। তার মহত্ত্বের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। যা আছে তা মৌখিক। তার গোপন জীবনে অসত্য, মিথ্যা ও অন্যায়ের পূর্ণ প্রভাব। অবস্থা সচ্ছল হলে, গায়ে জোর থাকলে, একটা বন্দুক বা ভাল ঘোড়া কিনতে পারলে তার দাম্ভিকতার অন্ত নেই। জাল টাকার মত জাল মুসলমানে দেশ ছেয়ে গেছে। হায়, কবে এদের ভালোর দিকে যাত্রা শুরু হবে!

রোমের দেশপতি (Consul) মিনিউনিয়াজ একোয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছেন। রোমীয় সৈন্যদল পরাজিত,বন্দী। শত্রুর গৌরব গর্বের সীমা নেই। রোমের নরনারী সর্বদা ভীত, তটস্থ। এ অবস্থায় রোমবাসীকে রক্ষা করবার ক্ষমতা মাত্র একজনের ছিল। জাতির মান-সম্মান এবং জীবন ছিল একজন কৃষকের হাতে। তিনি অট্টালিকায় বাস করেন না। তাঁর সঙ্গে অগ্রপশ্চাতে শত শত দাস-নফর চলত না। তাঁর সঙ্গে হীরা-মাণিক্যের তারকাচিহ্ন জ্বলজ্বল করত না। তাঁর যাত্রাপথে ব্যাণ্ড বাজত না। সঙ্গীন-যুক্ত বন্দুক তাঁর কোমরে সর্বদা ঝুলান থাকত না। মানুষ তাঁকে দেখে সভয়ে শংকায় পথ ছেড়ে দিত না। মুসলিম জগতে আর

www.pathagar.com

একজন দেশনায়ক মহামান্য মহামানুষ ছিলেন। তৃণশয্যা ছিল তাঁর সিংহাসন। ক্লান্ত ভৃত্যকে অশ্বে তুলে দিয়ে যিনি নিজে বল্গা ধরে নিয়ে যেতে লজ্জাবোধ করেননি। আঃ মরি! মরি! কি নয়না-ভিরাম দৃশ্য! কি স্বর্গীয় মধুর মহাজীবনের ছবি! ইনি হচ্ছেন মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাট ওমর। রোমীয় মহাপুরুষ তখন মাঠে কৃষক-রূপে, কৃষক ভ্রাতাদের সঙ্গে হলকর্ষণ করছিলেন। জাতি তাঁকে মহামান্যোস্পদ ডিক্‌টেটর (রোমীয় গণতন্ত্রের সামরিক দেশপতি বা রাজা) করে ডেকে পাঠিয়েছেন। একোয়ানদের হাত থেকে রোম রক্ষা না করলে আর উপায় নেই। এ কাজ আর কারো যোগ্য নয়—আপনারই যোগ্য। জাতির এই সমাচার দূতেরা সসম্মানে এই বরেণ্য কৃষককে দিলেন। সিন-সি-নি-টাসের আর গৃহে যাওয়া হল না। তিনি স্ত্রীর কাছে তাঁর দীর্ঘ জামাটি চেয়ে পাঠালেন এবং সেখান থেকেই হল ছেড়ে তরবারি ধরে দেশবৈরীর বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন।

এঁরাই জেনেছিলেন মানব জীবনের গৌরব কিসে হয়। কাপুরুষ দাস শত পোশাক পরলেও তার জীবনে গৌরব নেই। রোমীয় জাতির যখন প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরবের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তখনই তাঁরা আদর্শ জাতি হয়েছিলেন। পরে যখন তাঁরা বিলাসী হয়ে উঠলেন, দাম্ভিক ও আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠলেন, অর্থ-প্রতাপই হলো তখন তাঁদের গৌরবের আদর্শ, তখন তাঁরা পর্যুদস্ত হয়ে জগতে মাটির আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। তাঁদের সমস্ত সম্মান নষ্ট হয়ে গেল। রোমের আর একজন সেনাপতি (মনিয়াস কিউরিয়াস) নিজ হাতে তাঁর শস্য সংগ্রহের গোলাবাড়ীতে একটা মাত্র গাজর পুড়িয়ে খাদ্য তৈরী করছিলেন, পার্শ্বে আবার

www.pathagar.com

একখানি মাত্র কাষ্ঠের থালা ছিল। এমন সময় স্বর্ণমুদ্রার ভেট নিয়ে এক বিদেশী দূত সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ না করে বল্লেন, যাদের স্বর্ণমুদ্রা আছে তাদের উপর কর্তৃত্ব করাই বেশী সম্মানজনক। উন্নতির সময় জন্মভূমির প্রতি রোম-বাসীদের প্রেম ছিল অফুরন্ত। সমস্ত জাতিটা ছিল যেন এক বিরাট দেহ। হিন্দু-মুসলমান সমস্ত বৈষম্য ভুলে যেদিন আমরা একদেহ হতে পারব, সেদিনই আমাদের উন্নতির যাত্রা হবে, তার আগে নয়। স্বাধীন সত্যানুরাগী জীবনে তোমরা গৌরব বোধ কর—দাসের চাকচিক্যভরা মিথ্যা জীবনে নয়।

www.pathagar.com

আত্মীয়-বান্ধব

শুধু পরস্পরকে কোন সম্বন্ধ ধরে ডাকলে মানুষ মানুষের আত্মীয় হয় না। জীবনের পথে কোন সত্যনীতি, মন্ত্র, বিশ্বাস বা ব্রত উদযাপনের যে প্রচ্ছন্ন সাধনা মানব জীবনে থাকে, সেই সাধনায় এবং রোগে, শোকে, অভাবে, বিপদে যারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তারাই আত্মীয় এবং বান্ধব।

আত্মীয়তার দিন উঠে গিয়েছে। সভ্যতা, শিক্ষা এবং জ্ঞান মানুষকে পশু করেছে—আত্মীয় বলতে মুসলমান সমাজে কেউ নেই।

আত্মীয় বাড়ীতে এলে তাকে পেটভরে একদিন খাওয়ানোই আত্মীয়তা এবং প্রেম নয়। বন্ধুকে একদিন দৈ-মাংস খাইয়ে দেওয়াই বন্ধুত্ব নয়। জীবন যুদ্ধে মাঝে মাঝে যে কঠিন সমস্যার উদয় হয় সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যারা শরীর, বুদ্ধি, অর্থ নিয়ে অগ্রসর হয় তারাই আত্মীয়।

যে নামের আত্মীয়, তাকে মানুষের কাছে আত্মীয় বলে পরিচয় দিও না। তার বাড়ীর ত্রিসীমানায় যেয়ো না। সে বিশ্বাসঘাতক। ফাঁকি দিয়ে তোমার ঘরে প্রবেশ করেছে। তোমার সুখ-দুঃখের সহভাগী নয় সে—তার নাম না নেওয়াই উচিত। অযথা কাউকে আত্মীয় বা বান্ধব বলে শব্দের অপব্যবহার না করাই ভাল। ওতে মানুষ ভ্রান্ত হয়।

যার সঙ্গে দরদের বা জীবন-নীতির কোন সংশ্রব নেই, তাকে আত্মীয় না বলে তার নাম ধরে ডাকাই উচিত।

দরদের ধন হজরত মুহম্মদ (দঃ) প্রতি প্রভাতে উঠে একবার পাড়াপ্রতিবেশীর খবর নিতেন। কৈ, সে প্রেম তো আজ মানুষের

www.pathagar.com

মধ্যে দেখি না। যার অবস্থা একটু ভাল, সে কি আর মানুষের সঙ্গে কথা বলে—প্রতিবেশীর খবর নেয় ?

যে দরদ করে, দুঃখে সহানুভূতি জানায়, বিপদে আপনার জনের মত পাশে এসে দাঁড়ায়, সেই আমাদের পরম বান্ধব, তার সঙ্গে রক্তের সংশ্রব থাক আর না থাক। যে সহোদর ভ্রাতা হয়ে দুঃখের সময় পরের মত ব্যবহার করে, গত জীবনের কথা ভুলে বিপদে প্রতিশোধ নিতে চায়, সে ভ্রাতা হলেও বেগানা। তার সঙ্গে কোন সংশ্রব না রাখাই ভাল।

যে অসাধু এবং অত্যাচারী সে আপনার জন হলেও তার কোন সাহায্য গ্রহণ করো না—কারণ সে অন্যায় করে। তার সাহায্য গ্রহণ করার অর্থ তার পাপ জীবনকে, তার পাপকে সমর্থন করা। পাপী দুরাত্মা ভ্রাতা হলেও সে আমাদের কেউ নয়। চিন্তা এবং ধর্মে যাদের সঙ্গে যোগ নেই তারা কখনও আত্মীয় নয়।

যাঁরা মানুষের প্রতি প্রেমবশত: হাসপাতাল নির্মাণ করেন —বিপন্ন, পীড়িত, দরিদ্র কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের জন্যে আপন ধনভাণ্ডার খুলে দেন, তাঁরা মানুষের পরম আত্মীয়। মানুষের আত্মীয় হবার মত সৌভাগ্য মানব জীবনে আর কি! হাজী মহসীন বাঙ্গালী মুসলমানের পরম আত্মীয়। মনুষ্য-হিতাকাঙ্খী মাত্রেই মানুষের আত্মীয়। জন হাওয়ার্ড, বানিয়র কাউণ্ট টলস্টয়, সাধু ভিনসেণ্ট, সারা মার্টিন, মিসেস ফ্লাই টানেল, রাইট এঁরা মানুষের পরম আত্মীয় ছিলেন।

জন হাওয়ার্ড সম্বন্ধে বাগ্মী বার্ক বলেছেন—দুঃখী বন্দীদের দুরবস্থা, তাদের প্রতি মানুষের নির্মম ব্যবহার সারা ইউরোপ ঘুরে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি ৪২ হাজার মাইল পথ হেঁটে

www.pathagar.com

ইউরোপের কারাগৃহসমূহ পরিদর্শন করেন। দুঃখী মানুষের প্রতি এমনই তাঁর মমতার টান। দুঃখীরা কিভাবে অন্ধকারে, রোগে-দুঃখে জীবন কাটায়—মানুষের নিষ্ঠুর ব্যবহার কিভাবে তাদেরকে আরও অমানুষ ও পশু করে, হাওয়ার্ড তার সবিস্তার বর্ণনা সর্বত্র প্রকাশ করেন। যতক্ষণ না চোখে আঙ্গুল দিয়ে সাধারণ সংসারী মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া যায়, ততক্ষণ সংসারের মানুষ পরের বেদনা অনুভব করতে পারে না। কারাগারে পূর্বকালে বন্দীদের অবস্থা অতি ভয়ানক ছিল। যেন সেগুলো মহাপাপের আড্ডা ছিল। মানুষকে কুকুরের মত ব্যবহার করা হতো। জীবিত বন্দীদের শরীরে অস্ত্র চালনা করে ডাক্তারেরা শরীরতত্ত্ববিদ্যা শিখতেন। নানাপ্রকার ব্যাধি-পীড়ায় তারা আয়ু থাকতে মারা যেত। মেয়ে-পুরুষ সবাইকে একই খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করে রাখা হত, অতি কদর্য খাদ্য তাদেরকে দেওয়া হত। লঘু ও গুরু অপরাধের কোন পার্থক্য ছিল না। বিচারের নামে মানুষের প্রতি নির্মম অবিচার হত। এইসব মনুষ্যপ্রেমিক এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। ফলে ক্রমে ক্রমে কয়েদীদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার করা হয়।

শুধু দিন-রাত্রি ঘরে বসে উপাসনা করাই আল্লাহ্‌র উপাসনা নয়। দুঃখী মানুষের সেবা করে, জগতের পাপ ও অন্যায়ের সংস্কার করে প্রেম ও আত্মীয়তার পরিচয় দিতে হবে। যে মানুষের আত্মীয় সেই মহাজন ঈশ্বরের আত্মীয়।

সাধু ভিনসেন্ট এক কয়েদীকে মুক্তি দিয়ে নিজে কয়েদীর লৌহ-শৃঙ্খল পরেন। কর্তৃপক্ষ শেষকালে জানতে পেরে তাঁকে মুক্তি দান করেন। প্রেম, ভালবাসা, উপদেশ ও সহানুভূতিতে দুরন্ত মানুষকে যে আবার শান্ত সুবোধ করা যায়—একথা সরকারী

www.pathagar.com

কর্মচারীরা না বুঝলেও এইসব মানবপ্রেমিকেরা বুঝেছিলেন। এঁরা শত শত কয়েদীকে শিক্ষা দ্বারা, সদ্ব্যবহার দ্বারা আবার মানুষ করে তুলেছিলেন। অবহেলা ও নির্মম দণ্ডে যে মানব মনের কতখানি অবনতি হয়, তা আগে কেউ জানত না। ছোটকে ভালবাস, এমন ব্যবস্থা করে যাও যাতে মানুষকে আর মন্দপথে না চলতে হয়। শাসক ও শাসিতের সঙ্গে সম্বন্ধ ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারের যারা প্রতিনিধি তাঁদের স্মরণ করা উচিত ঈশ্বরের নজর তাদের ওপর আছে। অত্যাচার ও ঘৃণায় মানুষ আরও পিশাচ হয়। দুরন্ত ছেলে যাতে সুবোধ ও সৎ হয় তার জন্য সহানুভূতিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। মানুষ যতই মন্দপথে হাঁটুক, সে তো মানুষ। তার ভিতর যে মহৎ বৃত্তিগুলো আছে, তাতে আঘাত কর, সে উত্তর দেবে। সে একেবারে পশু হতে পারে না। তাকে সন্তান ও ভ্রাতা বলে তার মঙ্গল কর। এতেই মহত্ত্ব ও উচ্চ মানবতার পরিচয় দেওয়া যায়।

সামান্য সামান্য মাসিক দানে দেশের সর্বত্র হাজার হাজার পীড়িতের আবাস, জলাশয় এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অবহেলিত সামান্য পয়সা এক জায়গায় সঞ্চিত হলে দেশের কত দরিদ্র মানুষের মঙ্গল হতে পারে। কেন অকৃতজ্ঞ নিন্দুক মানুষের উদর-সেবার জন্য অর্থ ব্যয় কর? বরং পীড়িত ও তৃষিতের মুখে শান্তির অমৃত তুলে ধর। এইভাবে দেশের মানুষের পরম আত্মীয় হও এবং জীবন ধন্য কর। আমাদের দেশে মহাপাপে, রোগে, দুঃখে, অনাহারে শত শত নরনারী মারা যাচ্ছে, তাদের কাতর চীৎকার তোমাদের পাষাণ হৃদয়কে গলাবে না কি? পাপ ও অন্ধকারের অতল হতে তাদেরকে উদ্ধার করবে না? মানুষের আত্মীয় হবার

www.pathagar.com

এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না। সামান্য হলেও সেবা ও প্রেমের পথে দান কর। এইভাবে বাঙ্গালী জাতির আত্মীয় হয়ে তোমরা আল্লাহর আশীর্বাদ লাভ কর। একজনের পক্ষে বিপুল অর্থ ব্যয় করা এবং সেবার পথে তা দান করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। প্রভুর পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান করা কোন মতে কষ্টকর নয়। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগতভাবে জাতীয়তানুষ্ঠানে, সেবা-প্রতিষ্ঠানে, রোগীর আশ্রমে কিছু কিছু দান করা উচিত। এতে কোনমতে কৃপণতা করা উচিত নয়। যে এই দানে আপত্তি তোলে এবং যে এই সামান্য দানকে আপন জীবনের সুখ-সুবিধার অন্তরায় মনে করে, সে মানুষের আত্মীয় নয়। তার জীবনধারণ বৃথা। পরিবারে দুর্বল নিঃসহায় অধীনস্থদের প্রতি অত্যাচার, মৃত ভ্রাতার বিধবা পত্নী ও পুত্র-ন্যাদের ওপর অত্যাচার, বরিশাল জেলার বিকৃতমস্তিষ্ক ভ্রাতার স্ত্রী মনোরমার মত নারীর ওপর অত্যাচার কখনও আত্মীয়ের কাজ নয়।

পরিবারের বুড়া-বুড়ীকে জীবনের শেষ অবস্থায় কোনরকম অসম্মান করা ঘোর নিষ্ঠুরতা। যারা এরূপ করে তারা কখনও প্রিয়জন নয়। Wagram এর যুদ্ধে ডাঃ Sals dirf এর একখানা পা গোলার আঘাতে একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর সম্মুখে একটা আহত সৈনিক গুলীবিদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল ; ডাক্তার নিজে মৃত্যুর পথে দাঁড়িয়েও পরম আত্মীয়ের ন্যায় এই আহত সৈনিক-দেহে অস্ত্রোপচার করে তাকে বাঁচালেন। নিজের বেদনাকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। যিনি নিজকে ভুলে দুঃখীকে এমন করে জীবন দান করেন তিনি আপনার চেয়েও আপনার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহৎ কাজের সমষ্টিতেই এক একটা মহাজীবন রচিত হয়।

www.pathagar.com

জনৈক কলেজের যুবক তার চাচা-শ্বশুরের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে জনৈক ডেপুটীর সঙ্গে দেখা করে বল্লেন: মহাত্মন! আমি দরিদ্র, আমার এক পয়সাও ব্যয় করবার ক্ষমতা নেই। আমার বাড়ী-ঘর-দরজা কিছুই নেই। মৃত শ্বশুরের বাড়ী আছি। মৃত শ্বশুরের আত্মীয় নিরন্তর আমাকে নির্যাতন করেন। তাঁর আপন ভ্রাতষ্পুত্রীকে খুন করতে আসেন। আমরা উত্তরাধিকারী হলেও শ্বশুরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কানাকড়ি আমাদেরকে দিতে চান না। মহানুভব ডেপুটী যুবকের আবেদন গ্রাহ্য করলেন। বিনা খরচে তিনি যুবককে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করলেন। যুবকের বালিকা পত্নী যখন কোর্টে উপস্থিত হন তখন ডেপুটী এইভাবে কথা বলেছিলেন: মা, তুমি ভয় করো না। সাহস করে আমার সম্মুখে কথা বল। আজ আমি ছাড়া তোমার আর কোন আত্মীয়স্বজন নেই—আমি তোমার মা-বাপ। সত্য কথা নির্ভীকভাবে বল —আমি তোমাদের নিরাপদময় ব্যবস্থা করে দেব।

আজকাল বিচারপতির মুখে বিচারপ্রার্থীর প্রতি এমন আত্মীয়ের মত পরম ভরসার কথা, এমন নিরহঙ্কার প্রেমের সম্বোধন প্রায়ই শোনা যায় না।

জনৈক ডেপুটীকে দেখেছিলাম, তাঁর স্বভাবে হাকিমী-চলন মোটেই ছিল না। তিনি সকলের বাড়ীতেই যেতেন, সকলের সঙ্গে মিশতেন। বিবাহ উৎসবে যোগ দিতেন। স্বভাবে তাঁর কোন অহঙ্কার ছিল না। একখানা কাপড় পরে সাধারণ মানুষের মত রাস্তায় বেড়াতেন। বিচারের সময় বিচারকের আসনে গিয়ে বসতেন। অন্যথায় একেবারে সহজ-নিরহঙ্কার ভাব গ্রহণ করতেন। বিচারপতিতে এই আত্তীয়তার ভাব বড়ই প্রশংসনীয়।

www.pathagar.com

সত্য প্রচার

কতকগুলো উড়ে বেহারা আমাদের বাড়ীতে থাকে। তাদের মাঝে যারা ধার্মিক তারা প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় সূর্যকে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে। মানব জীবনের এই অপমান আমি দেখেছি এবং দুঃখ পেয়েছি।

দরিদ্রদেরকে বড়বাবুর সম্মুখে ভীত বন্দীর মত জোড় করে মাথা নত করে দাঁড়াতে দেখে মন গোপনে অশ্রু ফেলেছে।

বুড়ো মানুষকে একটা পৈতাধারী অকালকুষ্মাণ্ড ব্রাহ্মণ বালকের পদধূলি মাথায় নিতে দেখে মনে বেদনার ঝড় বয়েছে।

মানব-জীবনের এই নিদারুণ অপমানের সম্মুখে মুসলমান জাতি কি দায়ী নয়? তার ধর্ম কি শুধু রোজা-নামাজ?

যদি কোথাও গান-পাউডার থাকে তবে তাতে আগুন ধরিয়ে দাও, জীবন ওর সার্থক হোক। গন্ধে ভরা মানুষের চিত্তকুসুম ফুটিয়ে তোল—এই হচ্ছে ভক্তের সাধনা। মানব-জীবন সার্থক হোক। অন্ধকারে তাকে বিনষ্ট হতে দিওনা। ওর মত ক্ষতি আর নেই। মানুষকে এইভাবে প্রেম কর। বাইরে মানব সমাজে, পথেঘাটে, রাস্তায় ঈশ্বরের বন্দনা গীত গাও। শুধু মসজিদ-ঘরে নয়। নিজের মুক্তির চিন্তায় নয়।

সর্বদা ঈশ্বরের গৌরব প্রচার কর। টিকিধারী মুসলিম ভ্রাতাকে দেখে আমি ভয় পাই—যারা বলদের পিঠে চড়ে এক লম্ফে বেহেস্তের দরজায় উপস্থিত হতে চায়। যারা কোরবাণী করে স্বর্গে যেতে চায়। যারা উচ্চকণ্ঠে কথা বলে এবং হঠাৎ মানুষকে কাফের বলে গালি দেয়।

প্রভুর সত্য সর্বত্র প্রচার কর—পাপের আগুন চারদিকে জ্বলে

www.pathagar.com

উঠেছে—ও দৃশ্য দেখা যায় না। হায় মুসলমান! তুমি এখনও ঘরের মধ্যে বসে আছ? এই কি তোমার "জেহাদ" (পাপের সঙ্গে যুদ্ধ)? কেমন করে তোমরা ঈশ্বরের এত অগৌরব সহ্য কর? অর্থের ভাণ্ডার খুলে দাও, প্রভুর রাজ্য বিস্তারে তোমার ধন-ভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, নিজেকে, পুত্র-কন্যাদেরকে এবং আপন বংশকে প্রভুর পথে বিলিয়ে দাও। আল্লাহর পদতলে এইভাবে বলী হও এবং ধন্য হও। মানব জাতি ধর্মের নামে কত অন্ধকারে পড়ে আছে—শত শত বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, এখনও জগতে পৌত্তলিকতা রইল। এই কি তোমাদের নবী-প্রীতি! দরুদ পাঠের ফল! প্রতিদিন প্রভুর প্রচারের নামে মাত্র একটি পয়সাই দান কর। দানের বেলা তোমরা কঠিন এবং কৃপণ। শুধু কোরাণ পড়াতেই সহজ! কারণ তাতে পয়সা লাগে না এবং সমাজের নিমন্ত্রণ পাওয়া যায়। তাতে হৃদয়ের রক্ত ব্যয় হয় না। বালক! তুমি প্রভুর প্রচারের জন্য ১৫ দিনে একটি পয়সা দান কর। নারী! তুমি তোমার প্রভুর প্রচারের জন্য তোমার স্বতন্ত্র উপায়-লব্ধ পয়সা থেকে মাসে মাত্র এক আনাদান কর। দিকে দিকে ইসলামের বিজয়বার্তার প্রচার হোক। জগতের অন্ধকার দূর হোক—এই হচ্ছে তোমার বড় উপাসনা। চিরদিনই কি ধর্ম-সাধনায় সর্ব নিম্নস্তরে পড়ে থাকবে? গভীরধর্ম-জীবনের প্রচ্ছন্ন আহ্বান তোমার চিত্তে প্রতিধ্বনি তুলবে না? মানব সমাজ থেকে দিনের মধ্যে পাঁচবার মুখে আল্লাহর জয়-ধ্বনি দিকে দিকে পাঠিয়ে দাও। কাজেও কি প্রভুকে প্রচার করবে না?

দেখ দেখি, পরজাতীয়রা প্রভুর প্রচারে নিজেদের জীবন কিভাবে উৎসর্গ করেছেন? হায়! তুমি কি অন্ধকারে ঘরের মধ্যেই বসে থাকবে? পরজাতীয়দের কাজ কি বিস্ময় উৎপাদক নয়! সমস্ত জগৎ

www.pathagar.com

যে তারাই অধিকার করল। হায়! কি করলে তোমরা? তোমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল। ওরে পরাজিত, লাঞ্ছিত! তোমার যা কিছু ছিল, তাও যে বিনষ্ট হয়ে গেল। মুসলিম নরনারী অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে মরে গেল। কেউ দেখল না। সাংবাদিক গ্রাহক বৃদ্ধি করবার কাজে ব্যস্ত, ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লাভ বাড়াবার চিন্তায় মশগুল, পুস্তক প্রকাশক পুস্তকের কাটতির জন্যে চিন্তান্বিত, চাকুরে প্রমোশনের জন্যে ব্যাকুল—মানুষের বোর্ডের সভাপতি হবার জন্য কি উৎসাহ! প্রভুকে প্রচার করবার কথা কেউ ভাবল না? কূপমণ্ডুকেরা বলে—প্রভু নিজেকে নিজে প্রচার করছেন। হ্যাঁ, ঠিক! ঠিক! প্রভু নিজের সৃষ্টি নিজে ধ্বংস করে নিজের মহিমায় নিজে বিভোর থাকবেন। তোমাদের কোন দরকার নেই। তোমাদের কিছু করবার নেই, ভাববার নেই। তোমরা নিষ্কর্মা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাক। উত্তম দাস তোমরা!! মানুষের কাছে প্রভুর দাবী কি? মহাজীবনের কাজ কি? প্রভুকে প্রচার করবে—তাঁর বাণী মানুষের দুয়ারে দুয়ারে নেবে—এই তাঁর দাবী তোমার কাছে। মুসলমানের জীবন শুধু জাগতিকভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে নয়। তোমরা কি কাফেরদের জীবন আদর্শ করেছ? তোমরা যাদেরকে কাফের বল, তারাই ত ঈশ্বরের ধর্মে দীক্ষা পেয়েছে, তোমরাই তো হয়েছ কাফের! খৃষ্টান সাধু সুন্দর সিং তিব্বতে উপস্থিত হলে সেখানকার ধর্মযাজকেরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় এক কূপের ভিতর ফেলে দেয়। কয়েক বছর আগে কোলকাতা T.M.C.A. হলে তাঁর নিজ মুখে শুনেছিলাম, তিনি বল্লেনঃ কূপে ফেলে দিয়ে তারা আমাকে মাটি চাপা দিয়ে গেল। বাঁচবার আর কোন আশা ছিল না। আমি নিরুপায় হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম। তিনদিন

www.pathagar.com

পর ঠিক পাশ দিয়ে আর একটি কূপ খনিত হলো, তারপর কারা যেন সেই গভীর অন্ধকার পাতাল থেকে আমাকে উদ্ধার করল। তারা কে তা আমি জানিনে। ঈশ্বর আমাকে এইভাবে রক্ষা করলেন।

পরজাতীয়দের প্রতি যদি আল্লাহ্ এত অধিক দয়ালু হন, তবে আল্লাহ্‌কে প্রচারের পথে তিনি তোমাদের প্রতি কত অধিক দয়ালু হবেন।

ইউরোপে খাজা কামালুদ্দীন ইসলাম প্রচার কচ্ছেন, তাতে ইউরোপে এক লাখ লোক এই ধর্মের সমাচার পেয়েছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া এখানে অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বল্লে হবে—মঙ্গলের বাণী, ঈশ্বরের বাণী, সত্য ও উন্নত ধর্মজীবনের সুসংবাদ তোমরা আপন দেশে সর্বত্র নিয়ে যাও। নইলে আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের পাপের জন্য তোমরা দায়ী হবে।

প্রভুকে প্রচার করতে হবে, তোমরা আমার এই কথাকে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য মনে করো না। এই হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র চিরকালের আদেশ। কেউ ঈশ্বরের বাণী শোনে, কেউ শোনে না। আমি শুনেছি, তোমাদিগকে বল্লাম। তোমরা গ্রাহ্য কর এবং বিশ্বাস কর।

প্রভুকে প্রচার কর, সর্বত্র আল্লাহর বাণী বহন কর। পতিতকে, পাপী ও পথহারাকে সত্যের পথে আহবান কর। এই কাজে তোমরা প্রত্যেকেই দান কর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে তোমাদের ভাণ্ডার অফুরন্ত ধনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। যশঃ, প্রশংসা, স্বার্থ সকল আশা ত্যাগ করে প্রভুকে প্রচার কর। সত্য প্রচারের পথে কখনও অসহিষ্ণু হয়ো না—নিঃস্বার্থভাবে মানুষের মঙ্গল করে যাও, তাদেরকে মহৎ জীবনের বাণী শোনাও কাউকে বলবার দরকার নেই—তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

নিষ্পাপ জীবন

অন্য জাতির সঙ্গে গভীরভাবে মেশবার আমার কোন সুযোগ হয়নি। তবে মুসলমান জাতি সম্বন্ধে বলা যায়—এদের আত্মা যেন ভাবহীন, চেতনাবর্জিত পাষাণে পরিণত হয়েছে। এরা মনুষ্যত্বের অতি নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছে। কোন মঙ্গলের বাক্য এদের মৃত প্রাণে প্রবেশ করে না, এদের চিত্তকে নাড়া দেয় না। জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে এদের কোন উন্নত চিন্তা নেই। ধর্ম এদের প্রাণের সঙ্গে স্পর্শহীন আবৃত্তির বিষয়। এদের জীবনে কোন পাপ-পুণ্যের সংগ্রাম নেই—আত্মার বেদীতে অনুতাপের অশ্রু নেই—নিষ্পাপ সত্যময় শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক জীবনের কোন ধারণা এদের নেই। কোন মহা আদর্শ এদের সম্মুখে নেই। হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর জীবন এদের সম্মুখে দরুদ পড়ে শেষ করবার বিষয়। তিনি আজ মুসলমান জাতির জীবনে কোন গতি ও প্রেরণা দেন না। একটি নমস্কার ও খানিক তোষামোদ পেয়ে তাঁর শিষ্যগণের দরজা থেকে তাঁকে এখন ফিরে যেতে হয়। ঈশ্বরের বাণী ও নবীর বাণী সবই আজ নিষ্ফল। কোন স্বর্গীয় শাসনকে আর এরা ভয় করে না।

মানুষকে নিষ্পাপ সুন্দর হবার জন্যে কি ধর্মের অনুশাসনের সত্যই প্রয়োজন? এ কাজ তো মানবাত্মার নিজের ধর্ম। মানুষ অশ্রু, বেদনা ও ক্রন্দনের মূক্তধ্বনি—মানুষ প্রেম—তার দ্বারা কি পাপ সম্ভব? ওগো সুন্দরের দেবতা মানুষ! তোমায় নমস্কার। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই প্রকৃতির শান্ত দয়াল মূর্তিতে দেখি প্রভুর গগনজোড়া উচ্ছল অশ্রুর আর্তনাদ। শোকে, গানে, ক্রন্দনে,

www.pathagar.com

সুরে বেজে ওঠে প্রভুর অনুনয় মানুষের কাছে—ওরে আমার প্রিয়তম মানুষ! তোরা সুবুজ নির্মল প্রকৃতির মত নির্মল সবুজ সৌন্দর্যে বেড়ে ওঠ্। তোরা সুন্দরই—নির্মলই। যে পৃথিবীতে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরেছে সেখানে মানুষ কেমন করে মানুষকে দুঃখ দেয়, পাপ করে? স্বর্গের সন্তান তোরা ওরে মানুষ, কেমন করে তোদের হৃদয় পাপ-কালিতে কলঙ্কিত হয়? সমস্ত সবুজ গগনে দেখতে পাই প্রভুর মঙ্গল-বাহু। মানুষকে হাত তুলে তিনি নিষেধ কচ্ছেন—ওরে আমার অনন্ত সন্তান, তোরা শোকার্ত উন্মাদিনী সন্তান হারা মেঘ-কুন্তলা চির অশ্রুমতি প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে হিংসার হাত তুলিসনে। তোদের কণ্ঠস্বর নামা। তোদের কথায় মধু ঝরুক। তোরা আপন মনের সহজ ধর্মের অপমান করিসনে। বাঁশী কাঁদে, সুরে কাঁদে, মানুষকে কেবল বলে—ওগো মানুষ, তোরা সুরের মত সুন্দর হ, নির্মল হ। এমন সুন্দর সুরের জগতে মানুষ তোরা পাপ করিসনে, অন্যায় করিসনে, সুন্দর হ। এমন সুন্দর সবুজ প্রকৃতির অশ্রু-উৎসাহের মাঝে মানুষ কেমন করে পাপ করতে সাহস পায়, বুঝি না। মানুষ তোমরা সুন্দর হও।

* * *

তোমরা কাঁদতে শেখ—ভাল করে অশ্রু ফেলতে শেখ। না কাঁদলে কি মনের পাপ ধৌত হয়, মন নির্মল হয়? অশ্রুর গঙ্গায় প্রতি নিশীথে যেয়ে তোমরা আপন আপন জীবনের পাপ ধুয়ে ফেল। এস মানুষ। আমরা প্রেমের সংসার গড়ে তুলি, ফুল আর পাতা দিয়ে দেহ সজ্জিত করি। পাপ আর অত্যাচারের পোশাক পরার চাইতে ঐ পোশাকই তো মানায় ভাল।

* * *

www.pathagar.com

মুসলিমের জীবন শুধু "রোজা নামাজ" নয়। এরূপ মনে করা মুসলমান ভ্রাতার কোনমতে উচিত নয়। তার ধর্মের নামেই তো প্রকাশ পাচ্ছে—সে শান্তির সন্তান। হিংসা, মানুষকে দুঃখ দেওয়া তার ধর্ম নয়। পরম শান্তির উপাশক সে। তার ঘরে-বাইরে শুধু প্রেম ও শান্তি বিরাজ করে। হায়! মুসলিম জীবনে এত অশান্তি, এত জ্বালা, এত দুঃখ—এত অভিশপ্ত শয়তানের জীবন। যে জীবনে প্রভু কর্তৃত্ব করেন, সেখানে কি অশান্তি জ্বালা থাকতে পারে? শীঘ্রই তোমাদের হৃদয়, বাহু, চক্ষু, কর্ন অবসন্ন হয়ে আসবে। নেপোলিয়ন, সিজার, হানিবল, আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজখাঁ, সুলতান মাহমুদ, নাদির, হালকু—সবারই হয়েছে। সে কথা কি ভাব না?

www.pathagar.com

উপাসনা

একটা পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর, দুর্জ্ঞেয় প্রেমময় মহাশক্তি সৃষ্টির প্রতি-স্তরে কাজ করছে। ঐ শক্তি থেকে মানবচিত্ত প্রেরণা ও শক্তি লাভ করে। ঐ শক্তি মনুষ্যজ্ঞানের উৎস।

উপাসনা এই উন্নত মহাশক্তির কাছে চিত্তের প্রণতি, ভক্তি ও বশ্যতা।

উপাসনাহীন জীবন অপবিত্র। যে জীবন দিবা-রাত্রির কোন সময় প্রভুর অনন্ত প্রেমের কথা স্মরণ করে না—সে জীবন এক অফুরন্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে। কিন্তু যেভাবে মুসলমান জাতি বর্তমানে উপাসনার অভিনয় করে থাকেন—তা নিরর্থক। আত্মার সঙ্গে যে উপাসনার যোগ নেই তাকে কোনমতে উপাসনা বলা চলে না। প্রভুর সম্মুখে আত্মার পরম নির্ভরতা, পরম অনুতাপের অবস্থা, হৃদয়ের বিগলিত অবস্থার নাম উপাসনা। আবৃত্তি কখনও উপাসনা নয়।

প্রভুর পথে অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমান জাতি হিসেবে প্রত্যহ পঞ্চাশ মাইল পিছিয়ে পড়ছে। তার আধ্যাত্মিক অগ্র-গিত নেই। এ ক্ষতির কোনকালে পূরণ হবে না। কেউ কি প্রাণকে ফেলে দেহের পূজা করে? প্রাণহীন দেহের মূল্য কি? অথচ মোহবশতঃ অনেকে দেহের পূজা করে। তোমাদেরও মোহ জন্মেছে। বোঝ না। ভাষার অর্থের প্রতি লক্ষ্য কর না—শুধু আরবী ভাষাকে সম্মান কর। অক্ষর কি ভক্তির যোগ্য? এমন যে পূজিত রাজার শরীর, যা জীবনে কত যত্নে, কত সুখে পালিত

www.pathagar.com

হয়েছে, প্রাণহীন হলে তাও দুর্গন্ধ এবং ঘৃণিত হয়ে ওঠে—সে শরীর কেউ ঘরে রাখে না। যখন অর্থবোধ হয় না—তখন আরবী ভাষার কোন মূল্য নেই। তোমরা শুধু মোহবশতঃ ভাষাকে ভালবাস—এ তো পৌত্তলিকতা। তোমরা তো পৌত্তলিক। অন্তরে যদি ভাব না থাকে, অনুভূতি না থাকে, তবে আল্লাহ্ তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করতে পারেন না—কারণ অন্তরে তোমার কোন ভাব বা অনুভূতি নেই। ভাষা তো মানুষের তৈরী—ভাব মানব-চিত্তে প্রথমে জাগে, মানুষ নিজেদের প্রস্তুত ভাষায় তাই প্রকাশ করে। যে চিত্তে ভাব নেই, অনুভূতি নেই, তার ওষ্ঠের ভাষা আল্লাহ্ বোঝেন না। আল্লাহ্র কাছে তা পৌঁছে না। কি তুমি চাও, তা নিজেই জান না—আল্লাহ্ তোমায় কি দেবেন ?

না বুঝে প্রার্থনার ভঙ্গি করা, কোরাণ পড়া মহাপাপ। এই মহাপাপে মুসলমান জাতির সর্বনাশ হয়েছে, তার সমস্ত উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। মুসলিম নরনারী ধর্মহীন, আল্লাহ্হীন, শক্তিহীন, জীবনের সর্বকল্যাণ আশীর্বাদ হতে সে বঞ্চিত। তার জীবন ভয়াবহ অন্ধকারে ভরা, ঘোর অশান্তিতে পূর্ণ, আগুনে সে পুড়ে মরে।

আল্লাহই মানুষের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। মুসলিম জীবনে শক্তি ও প্রেরনা নেই—তার জীবনে কোন পরম ভরসা ও নির্ভরতা নেই। একটি মৌখিক বিশ্বাস সে করে মাত্র। জাতি হিসেবে তার যে সর্বনাশকর ক্ষতি হচ্ছে, তার মীমাংসা কোনকালে হবে না।

প্রর্থনা সব সময় স্বরচিত ও মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। দু' একটি মাত্র আল্লাহ্র কালাম সমাজের ঐক্য রক্ষার জন্য প্রার্থনায় ব্যবহার কর, বাকী সমস্তই আপন আত্মার রচিত কথা হওয়া উচিত। আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ কোরাণ পুনঃ পুনঃ বুঝে পাঠ করলেই

www.pathagar.com

আত্মার প্রার্থনাকালে ভাষা আপনা থেকেই আসবে। আল্লাহ্‌র গ্রন্থের রস গ্রহণ করে নিজের রক্ত-মাংসের অংশ করে ফেল।

Bengal Educational Conference, The All Indian Muslim League-এর মত অবিলম্বে (আমাদের যখন কোন আমীর নেই তখন জাতিকেই আমীরের আসন গ্রহণ করতে হবে) ধর্ম সম্বন্ধে কি আমাদের কর্তব্য তা নির্ধারণের জন্য সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিয়ে একটা Bengal Religious Conference নামে সভা গঠিত হওয়া উচিত। দীর্ঘ লম্বা-চওড়া বিশ-তিরিশ রাকাত (দুই প্রণতিতে এক রাকাত) নামাজ বাদ দিয়ে ইমামের (Priest) ধর্মভাব-উদ্দীপক, প্রেম ও ভক্তি-ধারবার্ধক দীর্ঘ বক্তৃতা (Sermon) হওয়া অতি আবশ্যক। প্রার্থনায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হওয়া কোনমতে অন্যায় নয়। প্রচলিত প্রার্থনার ভাষা গান ছাড়া আর কি? সুমিষ্ট কণ্ঠিস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ইমাম করা হয়।

প্রত্যেক মহাজীবনের অন্তরালে প্রার্থনা আছে। মোস্তফা কামাল-পাশা নিজের বলে জাতীয় জীবনে এতটা পরিবর্তন এনেছেন এরূপ মনে করা বড়ই ভুল, অথচ একটা মূল্যহীন বাঙ্গালী মুসলমান তাকে অধার্মিক বলতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। প্রার্থনা প্রত্যেক মহাজীবনের পশ্চাতে থেকে তার জীবনের সমস্ত শক্তির রস গোপনে সরবরাহ করে। বাইরের লোক তা অনুভব না করতে পারলেও একথা মিথ্যা নয়।

শুক্রবারে আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন, প্রত্যেক মসজিদে অধীনস্থ অধিবাসীদের চাঁদার দ্বারা প্রতিপালিত সুশিক্ষিত একজন গ্র্যাজুয়েট ইমাম সমবেত ব্যক্তিগণকে যাতে ধর্মভাবে মুগ্ধ এবং প্রতি সপ্তাহে সকলের আত্মাকে উন্নততর করে গড়ে তুলতে পারেন, তার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। কেউ যেন উপাসনায় এসে না বলে—"তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন"। তার নাম কি উপাসনা? ছি!

www.pathagar.com

নমস্কার

আর নমস্কার করো না, জগতের অত্যাচার মানুষের মাথাকে চরম অপমান করেছে। মানুষকে সে দাবিয়ে রাখতে, ছোট করতে চেষ্টা করেছে। তাকে বুক দিয়ে ভালবাসেনি—তাকে মাত্র শাসিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে—প্রেমে কাছে ডাকেনি। তাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন জানায়নি।

মানুষকে প্রেমে বুকের সঙ্গে বরং চেপে ধর—তার হস্ত প্রেমে হৃদয়ের উপর রাখ। প্রেমের ছলনা করনা মিথ্যা নমস্কার করে, লজ্জায় ও ভয়ে, ঘৃণায় ও গোপন ক্রোধে। আত্মার সহজ নিঃসারিত শ্রদ্ধার নিবেদনের নাম নমস্কার। এ জিনিসটা বল প্রয়োগের দ্বারা বা অনিচ্ছায় হওয়া ভাল নয়।

মানুষের কাছে নত না হলে, নমস্কার না করলে মানুষ দাম্ভিক এবং বিদ্রোহী বলে সন্দেহ করে। সুতরাং সময় ও পাত্র বুঝে নমস্কার করা উচিত।

নমস্কারের দ্বারা অনেক পাপ ঢাকা পড়ে। কোন কোন দুরাচার নমস্কার করে জীবনের পাপ ঢেকে রাখে। তাদের দোষ পদস্থ লোকেরা তাদের তোষামোদ ও নমস্কারের মোহে ভুলে যান। এসব ক্ষেত্রেবুদ্ধিমান লোকদের খুব সাবধান হওয়া উচিত।

পরিবারের গুরুজনদের প্রতি ছোটদের শ্রদ্ধা নিবেদন ভাল। রাত্রিবেলা বিদায়কালে পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেওয়া ভাল, তাতে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব জাগে।

নমস্কার অর্থ আনুগত্য, বশ্যতা—কোন অমিল ও বিদ্রোহের ভাব নয়। পুত্র পিতাকে, স্ত্রী স্বামীকে, পুত্রবধূ শাশুড়ী ও শ্বশুরকে, ছোট বড়কে সময় ও শোভন মত অভিবাদন করা মন্দ নয়। বাড়াবাড়ি জিনিসটা ভাল নয়।

www.pathagar.com

জীবনের পাপ ও অন্যায় ঢাকার জন্য যারা হরদম বিনয় প্রকাশ করে এবং নমস্কার করে, তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনে সুখী হবে না তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে।

হাত উঠিয়ে বা মাথা নাড়া দিয়ে অভিবাদন জানান হয়—তার অর্থ মুখের শব্দ অনেক সময় ভিড়ের মাঝে বা গোলমালে শোনা যায় না। অভিবাদনের ভাষা বিদেশী হওয়া মোটেই শোভন নয়। "আচ্ছালামো—" ইত্যাদির পরিবর্তে আপনার মঙ্গল হোক, আপনি শান্তিতে থাকুন বলা ভাল। ভাষার প্রতি মোহ কিছুই নয়—ভাব ও আত্মার চাইতে দেহ বড় নয়। পদচুম্বন জিনিসটা সভ্য-জগতের মধ্যে নেই। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে অমর্যাদা করবার অর্থ ঈশ্বরের অপমান।

অতি নিকটবর্তী গুরুজন যাঁরা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পদলোভী বাজে লোক ও শুধু "শান্তি সম্ভাষণে" অর্থাৎ "আচ্ছালামো···" ইত্যাদি অভিবাদন বাক্যে তুষ্ট থাকেন না, তাঁরা এটাকে অবজ্ঞা এবং নিম্নস্তরের অভিবাদন বলে মনে করেন। সভ্যজাতির মধ্যে গুরুজন ও ভদ্রলোকদেরকে একই ধারায় সম্মান দেখান হয়—এর নানা রকম ধারা নেই।

সমাজে যা চলে আসছে বা চলছে তার পরিবর্তন সহজে সম্ভব নয়। তবে উচ্চস্তরের লোকেরা যা করেন, সাধারণ লোক তাই অনুসরণ করে।

মোটের ওপর মানুষের কাছে নত হওয়া, মানুষকে অভিবাদন করা, ভদ্রতা দেখান অতীত কালের উচ্চস্তরের লোকদের প্রকৃতি ছিল। দুষ্টের হাতে নমস্কারের অপব্যবহারে এর সার্থকতা সম্বন্ধে বর্তমানে মনে সন্দেহ জাগে।

www.pathagar.com

অন্তরে ভাব নেই—প্রাণে শ্রদ্ধা নেই—বাইরে ভয় ও লজ্জাজনিত এরূপ নমস্কারের অভিনয় কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। যোগ্য ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা না জানানোও ভাল নয়। হজরত নবী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তাঁকে কেউ কোনদিন আগে নমস্কার করতে পারেনি।

এক ব্যক্তিকে জানি, তাঁকে কোনদিন কেউ আগে নমস্কার করতে পারত না—কিন্তু তাঁর গোপন জীবন অতি কুৎসিত পাপে পূর্ণ ছিল অথচ নমস্কারের জোরে তিনি জীবনের সর্বস্তরে জয়ী হয়েছেন। এতে মনে হয়েছে, মানুষ মানুষের ভিতরের স্বভাবকে বিশ্লষণ করে দেখতে যায় না। সে তোষামোদেই মোটের উপর তুষ্ট হয়। সেজন্য অতিরিক্ত নমস্কারে তুষ্ট হওয়া ভাল নয়, অতিরিক্ত নমস্কার করাও যেন ঠিক নয়।

এক যুদ্ধক্ষেত্রে জনৈক শত্রুর (বোধ হয় ফরাসী) সেনাপতি ইংরাজের সুসজ্জিত কামান শ্রেণীর ভিতর এসে পড়েন। নিকটেই পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের অন্তরালে যে সহস্র বন্দুকধারী সৈন্যদল অপেক্ষা করছে, এ তিনি বুঝতে পারেননি। ইচ্ছা করলে, তখনই তাঁকে হত্যা করে ফেলা যেতো। কিন্তু শত্রু সেনাপতি ভদ্রতায় মাত্র একটা বন্দুকের শব্দ করে তাঁর বিপদ সম্বন্ধে সজাগ করে দিলেন। ফরাসী সেনাপতি শত্রুর এই ভদ্রতার প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ একটি অভিবাদন জানিয়ে মৃদু হেসে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহন করে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলেন। এই অভিবাদনটি তাঁর পক্ষে তখন খুবই শোভন হয়েছিল।

এক বিচারপতি এক মহানুভব ব্যক্তির উপর অন্যায় করে জেনে-শুনে গুরুতর শাস্তির দণ্ড দিলেন। এই ব্যক্তি রাজাসনকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে এই দণ্ড নত মাথায় গ্রহণ করে বিচারালয় ত্যাগ করলেন। এই অভিবাদনের মূল্য অনেক বেশী। বিনয়ে নত হওয়া মানুষের স্বভাব। মানুষ ঈশ্বরজাত—ঐশ্বরিকভাবে তাই সে নত হয়।

www.pathagar.com

ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষকে নমস্কার, প্রণাম বা অভিবাদন করা—ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ। একমাত্র ঈশ্বরই প্রণামের পাত্র। মানুষের ব্যাক্তিগত স্বাধীনতার মর্যাদা ইসলাম এইভাবে রক্ষা করেছে। কিন্তু তবু মানুষ মানুষের সামনে মাথা নত করে—মানুষকে মানুষ ঈশ্বর জ্ঞান করে। মোগল এবং মুসলমান বাদশাদেরকে মানুষ কি কুৎসিতভাবে ছেজদা করতো। যে মানুষ এইভাবে সম্মান লাভ করে এবং যে এইভাবে সম্মান করে উভয়েই পাপী। একবার মিঃ জুসেনকে কোলকাতায় জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ মিঃ জুসেন, আপনি আপনার রাজাকে সম্মান দেখানোর জন্যে তাঁর সামনে জানু পেতে বসে, তাঁকে নমস্কার করবেন, না তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবেন? তিনি বল্লেন ঃ আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবো।

প্রণাম—যে সর্ববারা রিক্ত, তার পক্ষে জানান বড় কষ্টকর। যে বড় সেই ছোট হতে পারে। যে ছোট তাঁর ছোট হওয়া শোভা পায় না। প্রণাম, অভিবাদন, নমস্কার এ সব মনুষ্যসমাজ থেকে একেবারে তুলে দেওয়াই ভাল। এর মধ্যে যেন পৌত্তলিকতা আছে। রাজা-প্রজায়, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, বন্ধুতে-বন্ধুতে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে প্রণতি না হওয়াই ভাল, কারণ এর দ্বারা জগতে অনেক পাপ ঢাকা পড়ে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মানুষের দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা ও ব্যবহারেই জানা যায় সে ভাল কি মন্দ। তার হৃদয়ে প্রেম আছে, না সে নিষ্ঠুর।

ইসলামে শান্তি সম্ভাষণ জিনিসটা খুবই ভাল। এতে কারো স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, অথচ পরস্পরে প্রেমের ভাব বর্ধিত হয়। মানুষের জন্যে ঈশ্বরের কাছে কল্যাণ এবং শান্তি কামনা আরবী বাক্য 'আচ্ছা-লামো আলায়কুমের' অর্থ না বুঝার দরুনই বিদঘুটে লাগে। মাতৃ ভাষায় ওর অনুবাদ "শান্তি লাভ করুন—আপনার মঙ্গল হউক"।

www.pathagar.com

তপস্যা

কোন অজ্ঞাত বিষয়কে জানবার ও পাবার জন্য আত্মার আন্তরিক সাধনার নাম তপস্যা।

জগতের সমস্ত সুখ-সুবিধা ও সৃষ্টির পশ্চাতে মানুষের আন্তরিক বহুকালব্যাপী তপস্যা আছে। তপস্যা ছাড়া, সত্য উদ্ধারের সুকঠিন ব্রত ছাড়া, জগতের কোন কল্যাণ-সাধন সম্ভব নয়। তপস্যার আন্তরিকতা, তন্ময়তা, আত্মার সুগভীর সুকঠিন বেদনা ব্যাকুলতা চাই। নইলে লক্ষ্যে পৌঁছা যায় না। হয়ত এক জীবনে কিছু হয় না। জীবনের পর জীবনে অসীম ত্যাগ, দুঃখ ও সহিষ্ণু অন্বেষণ শেষে জয়যুক্ত হয়। চিকিৎসা-শাস্ত্র, ঘরবাড়ি নির্মাণ, বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জগতের প্রত্যেক কল্যানপ্রসূ শাস্ত্র মানুষের বহু-যুগের তপস্যার ফল। বিনা তপস্যায় কোনকিছু লাভ হয় না। বহুকাল বিদ্যালাভের চেষ্টা ব্যতীত কেউ বিদ্বান হয় না। কোন একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরী একদিনে হয় নি। রেলগাড়ী, তার, উড়োজাহাজ, গ্রামোফোন সৃষ্টি, এ-কি দুই একদিনে হয়েছে?

সুখময়, চিন্তাভাবনাহীন, অন্বেষণহীন, ব্যাকুলতা ও চেষ্টাহীন জীবনে কোন্ কল্যাণ লাভ হয়? মুসলমানের মধ্যে বর্তমানে কোন তপস্যা আছে কি? মুসলিম জাতির পক্ষে এশিয়ায় ও ইউরোপে রাজত্ব স্থাপন কি সহজে সম্ভব হয়েছিল? নানা শাস্ত্রে তাদের কৃতিত্ব কি বহু তপস্যার ফল নয়? সে তপস্যা কৈ আমাদের এখন? আত্মার দিক দিয়ে যেন আমরা মরে গেছি। জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। ধর্ম ব্যাপারটা যা নাকি একেবারেই আত্মার বিষয়, তা তো এখন হয়েছে শরীরের ও ওষ্ঠের ব্যায়াম মাত্র। আল্লাহকে পাবার তপস্যাই বা আমাদের কৈ? জীবনের সর্ব পাপ লয় হয়ে ধীরে ধীরে উন্নততর আত্মিক অবস্থায় যাবার চেষ্টা আমাদের কৈ? মিথ্যা,

www.pathagar.com

মাদকতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ প্রভৃতি পশুভাবকে জয় করবার তপস্যা এসব জীবনের বড় কথা—তা তো আমাদের নেই। স্রোতের মুখে কাণ্ডারীহীন ভেলার মত চলেছি ভেসে।

জীবনহীনতার এই যে লক্ষণ—এ বড় সহজ বিষয় নয়। এই অহিফেন-অবস্বাদ হয়ত তাকে একেবারেই ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। তার আস্ফালন ও গর্বের কোন মূল্য নেই। জাতি হিসেবে জগতে তার অস্তিত্ব থাকবে না—থাকবে তার স্মৃতি, যেমন অতীতকালের ল্যাটিন ও গ্রীক জাতির কিংবা মুসলমান জাতি হবে জগতে গোলাম ও দাসের জাতি; কিংবা ইহুদীদের মত—দেশহীন, জাতীয় সংঘবদ্ধতা বর্জিত, জাতীয়তাবোধহীন—জগতের পৃষ্ঠ হতে বিতাড়িত।

আল্লাহ্‌র শক্তি মানুষের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। সেই ভাবময় জীবনময় সর্বশক্তির আধার সর্বকল্যাণের উৎস, আদি শক্তির তপস্যা কৈ? তার জীবন-মন্দিরে প্রবেশের পথ মুসলমানের জন্য রুদ্ধ হয়েছে। এ খুব নিরাশার কথা, কিন্তু খুব সত্য।

জীবনের কোন কল্যাণকর বিষয়ে আমাদের তপস্যা নেই—তপস্যা আছে একটি জিনিসের—দাসত্বের, পরপদলেহনের, জাতিকে, সমাজকে, গ্রামকে, মানুষকে ভুলে আত্মসুখসর্বস্ব, পত্নী ও সন্তানসর্বস্ব, জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা বিস্মৃত চাকুরে জীবনের। ধিক্ আমাদিগকে! বড়লোক হবার, ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভের, জাতির ভিতর মহাকাজ করবার, পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবার, কবি ও দার্শনিক হবার, বুজর্গ ফকির হবার কোন তপস্যা আমাদের নেই।

অতৃপ্তির হলাহল আকণ্ঠ পান না করলে কি মনুষ্য জীবনের মঙ্গল যাত্রা শুরু হয়! কোন অসন্তোষ, কোন অতৃপ্তি আমাদের নেই। যা আছি ভালই আছি, আল্লাহ্ ভালই রেখেছেন, এই হচ্ছে প্রভুর কাছে আমাদের সুতৃপ্তির উপাসনা।

কত নর-নারী···হায়! জীবনে এদের কারো তীর্থযাত্রা নেই। যে যেখানে আছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

www.pathagar.com

তীর্থ-মঙ্গল

প্রত্যেক জাতিই চলেছে বিজয়-শঙ্খ বাজাতে বাজাতে সম্মুখে—আমরা সবাই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু স্বর্গের স্বপ্ন দেখছি। প্রত্যেক মঙ্গল-অনুষ্ঠানই ঈশ্বরের পূজা। এ নূতন পূজায় আজ যে যোগ না দেবে সে পশ্চাতেই পড়ে রইবে। মানব-জাতির প্রভু আজ নূতন সাজ পরেছেন, তাঁর পূজাও আজ করতে হবে নূতন রকমে। জীবিতদের কাছে কথা বলে লাভ হয়। মৃতের কাছে জীবন-মন্ত্র পাঠ করলে কি লাভ?

মুসলমানকে তপস্যা করতে হবে। জীবনের সংকীর্ণ চিন্তা বর্জন কর, মানুষ হও, যথার্থ মুসলিম জীবনের পরিচয় দাও। নিজেকে অমন করে অবমানিত করে ফেলো না। যৌবনের ঐ দানকে, রক্তচক্ষু বিস্তার করে, মানুষকে চূর্ণ করে, সুপ্তির সুখময় আবেশে, অবসাদে, আলস্যে, হাসি-তামাসায়, দায়িত্বহীন গানে, বাদ্যে, আত্মকলহে, ক্ষুদ্র পরিবারে, সংকীর্ণ-চিত্ততায়, গ্রামবাসীর সঙ্গে বিবাদ করে, জমিদারীর স্বপ্নে, গর্বে, মিথ্যায়, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে ব্যর্থ করে দিও না। দোহাই তোমাদের। জীবনের এবং যৌবনের মহা সার্থকতা আছে। যৌবনের সুউচ্চ এবং সুউন্নত ব্যবহার কর—প্রভুর কাজে প্রভুর পথে যৌবনের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ কর। এই তো মুসলিম যুবকদের কাজ।

* * * *

কোন্ মা, কোন্ প্রভাতে জন্ম দিয়েছিলেন এক শিশুকে। সেদিন সমস্ত প্রকৃতি সেই শিশুর আগমন গানে পুলকিত হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল। বাতাস সেই শিশুর জয়গানে আকাশ পাতাল মুখরিত করেছিল। সেই দেবতার আশাবাদ একদিন বড় হয়ে জাতির মহামঙ্গল করবে। তার মহাজীবনের আশীর্বাদে জাতির মুক্তি এবং কল্যাণ হবে। তার মহাতপস্যা মহাব্রত উদযাপন না করে কখনও ভাঙ্গবে না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেই শিশু অনাগত মহা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবে, তারপর একদিন সে তার সাধনা নিয়ে মঙ্গলযাত্রা করবে। জীবনে তার কঠিন তপস্যা আরম্ভ হবে। শৈশবের সুমিষ্ট সরল হাসি, খেলাধূলা ভুলে মহা-চিন্তায় সে গভীর ও তন্ময় হয়ে উঠবে। সে তার জীবনের রক্ত দিয়ে জাতির জীবন সৌধ গড়ে তুলবে। তার হৃদয় হবে বিশাল, বাহু হবে গগনবিস্তারী, বক্ষ হবে সাগরশোষী। ধন্য সেই শিশু আর ধন্য তার মা।

তপস্যা কঠিন বিষয়। কোন জিনিসকে পাবার জন্যে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার নাম তপস্যা। তপস্যা ব্যতীত মানব জীবনের কোন মঙ্গল সাধিত হয়? তপস্বীর তপস্যার ফলে জগতের নরনারী অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করে। তপস্যা মানবজীবনে ঈশ্বরের মহাস্থান।

* * *

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, চেষ্টার দ্বারা জগতের সমস্ত কাজই সম্ভব, শুধু কবি হওয়া সম্ভব নয়। ডিমস্থেনিস্ নামক এক জগৎ-বিখ্যাত বাগ্মী গ্রীসদেশে এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার কণ্ঠস্বর সুপরিক্ষুত এবং উচ্চ ছিল না—ভাষাজ্ঞানও তার সেরূপ ছিল না—অতীত এবং ভবিষ্যতে জগতে এরূপ দ্বিতীয় মহাবাগ্মীর আবির্ভাব আর হয়ত হবে না। তিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা, বহু বৎসর প্রান্তরে, নিবিড় অরণ্যে, সমুদ্র সৈকতে বক্তৃতা অভ্যাস করেন। তাঁর বাক্‌শক্তি জগৎ সম্মুখে এক মহা বিস্ময়কর ব্যাপার।

তপস্যা অর্থ সাধারণ মানুষ মনে করে—নির্জন বাস এবং ঈশ্বর আরাধনা। মানব জীবনের যে-কোন গভীর, গূঢ় সত্য উদ্ধারের চেষ্টার নামই তপস্যা।

www.pathagar.com

আত্মার স্বাধীনতার মূল্যবোধ

যাদের হৃদয় অনুন্নত, তারা কি পথের ভিখারী রাণাপ্রতাপ এবং সর্বহারা ইমাম হোসেনের জীবনের মূল্য বুঝতে পারে? আজ তের শত বৎসর ধরে মুসলিম জগতে কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধ মহর্‌রম উৎসব নামে সুসম্পন্ন হচ্ছে। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ সেই মুসলিম জগতের একটি অংশ। তাঁরা সবাই নবীর ভক্ত—নবীর নামে দরুদ পড়েন, ইমাম হোসেনের জন্য শোকাশ্রু ফেলেন, মহর্‌রমের রোজা করেন—কিন্তু সত্যি কি তারা মহামান্য প্রিয়তম ইমাম হোসেনের জীবনের মূল্য অনুভব করেছেন? কিছু না, কিছু না। যদি করতেন, তাহলে তাঁরা স্বাধীনতার মূল্য বুঝতেন। রাণাপ্রতাপের ভাই মানসিংহ সম্রাট আকবরের মন্ত্রী হয়ে কত সুখেই না জীবন কাটাচ্ছিলেন! অন্যদিকে মহারাণা প্রতাপ পাহাড় পাহাড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘাসের রুটি খেয়ে স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করেছেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনের মূল্য মুসলমান বোঝেন কি? বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে একটা সাবডেপুটির পদ কত আকাঙ্খিত বস্তু। একটা দারোগার কাজ পাওয়া তার পক্ষে কতবড় ভাগ্যের কথা—মন্ত্রীত্ব পাওয়া তো দূরের কথা।

এজিদ বল্লেন—হোসেন একটুখানি বশ্যতা স্বীকার করলেই আমি তাকে মহা সম্মানে, সুখ ও সম্পদের আসনে বসাব। একটুখানি সে নত হোক।

ইমাম: নবী-দৌহিত্র ইমাম হোসেন সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা অস্বীকার করে জীবন, সম্পদ ও সম্মান চাননি। আপন জীবনের,

www.pathagar.com

আপন বংশের এবং আপন ভক্ত আত্মীয়-বন্ধুগণের হৃদয় রক্ত দিয়ে মরুভূমির প্রতি বালুকণাকে স্বর্গের পুষ্পগন্ধে সুরভিত করে তুলে-ছিলেন—জেনেশুনে মৃত্যুর হলাহল অমৃত বোধে আকণ্ঠ পান কর-লেন। এই জীবন বলী, এই কোরবানীই তাঁর কাছে গৌরবের মৃত্যু। হায়, মুসলমান জাতি, তোমরা কারবালার মহা-মৃত্যুর মূল্য বুঝবে কি? কারবালার যুদ্ধে শুধু পুরুষ নয়—নারীও আপন হৃদয়-রক্ত দিয়ে ইমামের স্বাধীনতা বোধের পূজা করেছিলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শোণিতপণ অভিযানে যোগ দিয়ে-ছিলেন। স্বাধীনতার পূজা শুধু পুরুষকে দিয়ে হবে না—নারীও চাই। পতনের সুগভীর গুহায় পড়ে মুসলিম নারী সমাজের শক্তি না হয় তাকে টেনে অন্ধকারের অতল তলে নামাচ্ছে। স্বাধী-নতার মহাপূজারী মহাবীর রাণার পত্নী স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পথে পথে ঘুরেছেন। মহাজীবনের পরম ভক্ত এই মহিয়সী নারীর সম্মান জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দেব শিশুগুলো ঘাসের রুটি খেয়ে স্বাধীনতার উপাসক পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাসিমুখে ছুটেছেন। এসব জীবনের গৌরব সাধারণ মানুষ কি আত্মায় অনুভব করতে পারে? ঈশ্বরের চরম স্পর্শ যাঁরা আত্মার বেদীতে পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন স্বাধীনতার পূজা কেমন করে করতে হয়—ঈশ্বরের পথে প্রকৃত কোরবানী কাকে বলে? বছরে বছরে মাংসের কাবার খাওয়ার নাম কোরবানী নয়। ন্যায় ও বিজয়ের পথে জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের নাম কোরবানী। জীবনের প্রতি কাজে, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে সর্বদুঃখ জয় করে সত্যের পূজা করে। এটাই মহা-মানুষের জীবনের চরম ও পরম উপাসনা।

www.pathagar.com

রাণাকে এবং ইমামকে সে সময়ে অনেকেই বাতুল বলে উপহাস করেছিলেন—আল্লাহ্‌র মহা-দরবারে কিন্তু তাঁদের নাম সর্বোচ্চ স্তরে লিখিত হচ্ছিল। তাঁদের জীবনের দুঃখ বরণের এবং ত্যাগ স্বীকারের মূল্য প্রকৃত মানুষ ছাড়া কে আত্মায় অনুভব করতে পারে? উত্তর—কেউই না।

হোসেন মরণ বরণ করেও সর্বত্র পূজিত। পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় অতীতে এবং বর্তমানে সত্য ও ন্যায়ের জন্য এমন স্বর্গীয় মরণ বরণের মহাদৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আমরা কি এই মহাজনের অনুগামী? রাণাপ্রতাপ পরাজিত হয়েও অনেক বিজয়ী সেনাপতির চাইতে শ্রেষ্ঠ, প্রতাপের মহাত্যাগের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিরল। স্বাধীনতার পূজারী জগতের আর কে? যে জাতির মধ্যে এমন মানুষ জন্মেছেন, সে জাতি মানুষের সম্মান ও আত্মীয়তার যোগ্য।

www.pathagar.com

মনুষ্যপূজা

মানুষ মানুষকে কত প্রেম করে তা ভাবতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। মহাজীবনের পশ্চাতে কতকগুলো ভক্ত প্রাণ থাকে, যারা সর্ব অবস্থায় আপন ভক্তির দেবতাকে প্রেম করে ধন্য হন। হয়ত মহা-জীবনের চাইতে এইসব ভক্তের মূল্য বেশী। এঁরাই আপন আপন শক্তি ও প্রেমের বলে মহা জীবনকে জয়যুক্ত করেন—যদিও জগৎ তাঁদের একজনকেও জানে না।

নেপোলিয়ন আপন সৈন্যদলের সম্মুখে বের হলে তাদের হৃদয় যেন এক প্রচণ্ড বিদ্যুৎ শিহরণে জেগে উঠত। প্রভুর পদশব্দের তালে তালে তাদের হৃদয়-রক্ত তরঙ্গিত হতো। তারা অন্ধ আবেগে, আপন প্রভুর জন্যে প্রেমের মাধকতায় চেতনাশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিত। এই অন্ধভক্তির প্রভাবে নেপোলিয়ন সারা ইউরোপের রাজা হয়েছিলেন। হুমায়ুন পথের ফকীর হলেন—সিংহাসনচ্যুত নিঃস্বার্থ পথের ভিখারী ভারতের সম্রাট হুমায়ুনের পশ্চাতে তাঁর কতিপয় বিশ্বস্ত প্রেমিকভক্ত ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই ভক্তের দলতাঁকে জয়যুক্ত করেছিল—বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছিল, নিরাশার বুকে আশা দিয়েছিল। যখন আরবের পৌত্তলিকেরা প্রভু মহাম্মদকে হত্যা করবার জন্যে তরবারি হস্তে পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটেছিল, তখন তার সঙ্গে ছিল দুই ভক্ত, তাঁরা হলেন আলী ও আবুবকর। রছুলকে বাঁচান ছিল যাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ চিন্তা। নিজেদের জীবনের মায়া যাঁদের ছিলনা। হলদীঘাটের মহাযুদ্ধে রাণাপ্রতাপ মোগল হস্তে সাতটি আঘাত পেয়েছেন—তথাপি উন্নত অধীর আবেগে সমর

www.pathagar.com

উত্তেজনায় সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর একান্ত ভক্তজনেরা তাঁকে অনেকবার শত্রুচক্রের ভিতর হতে পশ্চাতে টেনে এনেছেন। তথাপি তিনি শত্রু নিধনে জ্ঞানশূন্য। শেষবারে ঝাঁসীয়া রাজ আপন প্রাণ দিয়ে তাঁকে পতন হতে রক্ষা করলেন। ভক্তের এই জীবনদানের ফলে সেদিন প্রতাপ রক্ষা পেয়েছিলেন, নইলে কিছুতেই রক্ষা পেতেন না।

পূজিত বীরের চাইতে তাঁর রক্তদানের জীবনের মূল্য কোন অংশে কম নয়।

বীরকে জানা এবং তাঁকে সর্বপ্রকার প্রেম করা মহাজীবনের প্রকৃতি। 'মহামানুষ' ছাড়া 'মহাজীবন' কে অনুভব করতে পারে!

www.pathagar.com

মন্দতাকে ঘৃণা

যে যাবৎ না তোমাদের দেহের প্রতি শোণিতবিন্দু পাপকে ঘৃণা করতে শিখেছে, পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, তাবৎ তোমাদিগকে ঈশ্বর-পথের পথিক বলা যায় না। পাপ ও কুৎসিত যা, যা মন্দ তাকে ঘৃণা কর ; আন্তরিক ভাবে ঘৃণা কর। মন্দ জীবন যেন কখনও তোমার কাছে সম্মানিত না হয়। যারা স্বাধীনতার উপাসক নয়, যারা দায়িত্বহীন শাসনতন্ত্রের চাকর, সত্যের উপাসক যারা নয় স্বাধীন জীবনকে যারা সম্মানের চোখে দেখে না—তাদেরকে সম্মান করো না—তাদের গৃহে যেয়ো না — তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করো না।

জীবন যার উন্নত নয়, সে জীবনের মন্দতা সম্বন্ধে সত্য ধারণা করতে পারে না। নিজের সুবিধা মত যুক্তিতে সে মন্দকে ভাল বলে। জীবনে একটা সান্ত্বনা না হলে মানুষ বাঁচে না। যে বেশ্যা তার জীবনেও যুক্তি এবং সান্ত্বনা আছে। কিন্তু সত্য ও বিচারের সম্মুখে মানুষের এই যুক্তি মোটেই টেকে না।

ঘুষখোরেরা সাধারণতঃ বলেঃ আমরা দু'পয়সা নেই মানুষের উপকার করে। এক সেনাপতিকে এর্ক সময় দেশীয় কোন মন্ত্রী কোন রাজনৈতিক বিষয়ের জন্য বহু লক্ষ টাকা ঘুষ সেধেছিলেন। তিনি জীবনের অগৌরব করতে চাননি। ঘুষ গ্রহণ করেননি।

এদেশের সর্বত্র ঘুষের চলন আছে। শিক্ষিত ছেলেরাও চাকরী পাওয়ার আগে বলে উপরিপাওনা আছে কি না ? এই ঘুষ গ্রহণ যে কত বড় অধর্মের কাজ, কতখানি ঘৃণিত ও নিন্দনীয়, তা বলবার নয়।

www.pathagar.com

অথচ এই ঘুষের ওপরেই দেশের বহুলোকের উন্নত অবস্থা নির্ভর করে। লোভ, নীচতা ও মন্দতাকে পরিহার করে চলাই যে ধর্ম, তা যেন কেউ জানে না।

* * *

এক সিপাইকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, দেখ, তোমরা কচি কচি দেশের স্বেচ্ছাসেবক ছেলেদের মাথায় লাঠির আঘাত কর। এরা কত সম্মানী লোকের ছেলে। তোমাদের প্রাণে মায়া হয় না? এদের হাতে কোন অস্ত্র থাকে না। নিরস্ত্রের ওপর কেন লাঠির আঘাত কর?

সিপাই বলে: কি করি বাবু, যার নুন খাই তার গুণ গাইতে হয়। সরকারের নুন্ খেয়ে তাঁর ইচ্ছা কি অমান্য করতে পারি?

সিপাইয়ের ধারণা, সে সরকারের চাকর। তার বেতন সরকারই দেন। তার বেতন, তার নুন্ যে দেশের লোকেই যোগায়, এ ধারণা তার নেই। ন্যায়-অন্যায় না বুঝেই অনেক সময় মানুষ জীবনের পথে এইভাবে চলে।

জীবনের ভুল ঠিকভাবে বুঝতে পারা সোজা কথা নয়। এই জন্য মনের বিচারযোগ্যতা থাকা চাই। এই জন্যই জ্ঞান ও বিচার-শক্তি থাকা দরকার। মন্দ কি, ভুল কি, অন্যায় কি—এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান যার নেই সে কি করে ন্যায়পথে চলবে? এক সাব-ডেপুটি গ্রামে এসে একদিন সাধারণ লোকের সঙ্গে অত্যন্ত দাম্ভিক ব্যবহার আরম্ভ করলেন। তিনি একজন এম. এ.। চৌকিদারকে তো তিনি একটা কুকুর-বিশেষ মনে করে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তিনি একজন হাকিম এ কথাও বল্লেন। লেখক একজন সাহিত্যিক এ জেনেও, তার সঙ্গে তিনি রূঢ়, অভদ্র পৌরুষের কণ্ঠে

www.pathagar.com

কথা বলতে লাগলেন। অনেক এম.এ-কে জানি যারা অতিশয় সম্মানের সঙ্গে লেখকের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। ইনি চাকুরীর প্রভাবেই নিজেকে দেশের মানুষের কাছে এতটা শ্রেষ্ঠ মনে করছিলেন। এ হচ্ছে চাকুরে জীবনের দুর্ভাগ্য। সেই একদিন কোন বিশেষ কারণে আমাকে রাজপুরুষের সঙ্গে মিলতে হয়েছিল, সেই অবধি বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কোন সরকারী চাকুরের সঙ্গে কথা বলবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। এই ভদ্রলোকের ধারণা, তিনি দেশের লোকের প্রভু, তিনি সাধারণের চাকর নন্। চাকুরীর দিক দিয়ে নয়, সাধারণভাবে জীবনের কদর্যতা সম্বন্ধে তাঁর এখনও দৃষ্টি জাগেনি—তাই সাধারণের সঙ্গে এরূপ রূঢ় ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। অনেক চাকুরেই ক্ষমতার গর্বে সাধারণের সঙ্গে রূঢ় অভদ্র ব্যবহার করেন। তাতে তাঁদের জীবনের মন্দতা কতখানি প্রকাশ পায় তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। মহাজনের কথা বাদ দিয়ে, যাবতীয় ভদ্রলোকেই জীবনের মন্দ প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন। কথায়, ব্যবহারে,—চিন্তায় সুন্দর হওয়াই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। যে জীবনে মন্দের প্রতি ঘৃণা নেই সে জীবন কি অপবিত্র নয়? পাপের প্রতি, কুৎসিতের প্রতি সুবিপুল ঘৃণাই মানুষকে মহত্ত্বের পথে অগ্রগতি দান করে।

কোলকাতার একজন কোটিপতি ভদ্রলোক আমাদেরকে খেতে দিয়ে, করজোড়ে নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করতে লাগলেন। তাঁর এই বিনয়ে তাঁর জীবনের কত সৌন্দর্যের প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর এই বিনয় প্রকাশ না করলেও তো ক্ষতি ছিল না।

এক ইংরাজী সংবাদপত্রে সম্পাদক একদিন আমার কাছে এসেছিলেন। আমি ভিতর থেকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, কে? তিনি

www.pathagar.com

স্কুলের বালকের মত অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র করে নিজের নামটি বল্লেন। আমি ভেবেছিলাম কোন স্কুলের বালক হবে। বাইরে এসে দেখি সেই মান্যবর ভদ্রলোকটি। এই বিনয় তাঁকে কুৎসিত ও ছোট করেনি। অথচ প্রায়ই দেখতে পাই, একশ্রেণীর নিম্নস্তরের লোকেরা ক্ষমতার বলে সাধারণের সঙ্গে কথায় কথায় অভদ্র ব্যবহার করে। তাতে তাদের জীবনের জঘন্য কুৎসিত চিত্রই নগ্ন হয়ে দেখা দেয়। মানুষের দৃষ্টির অগোচরে, নিজের মনে জীবনের মন্দতা ধরতে শেখাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যেখানে শিক্ষিত হয়েও মানুষ অন্ধ, সে শিক্ষার উদ্দেশ্য চৌর্যবৃত্তি। নাচওয়ালীর গান-বাদ্য শিক্ষার জন্যে অক্ষর পরিচয় লাভের মত তা নিরর্থক।

(প্রভুর আশীর্বাদ মানব সমাজের জন্যে বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা।

—ঃ শেষ ঃ—

www.pathagar.com